কাযেই সকলে মহাব্যস্ত। পাংসার ভৈরব বাবুকে লইয়াই এখন চলিতেছে। কত মার পেঁচ, পেঁচাও বুদ্ধির পাক নাএব মহাশয়ের মাথায় ঘুরিতেছে। কত মিথ্যা প্রবঞ্চনার বৃহৎ কনা সকল নীলকরের চাকরের মরুভূমিসদৃশ মনক্ষেত্রে চাকচক্য দেখাইয়া মনিবের মনভারের কারণ অব্যক্ত অজ্ঞাত হেতু চিন্তা বায়ুর ঘুর্ণিপাকে পড়িয়া কোথায় পড়িতেছে, তাহার কিছুই ঠিকানা হইতেছে না। কুল কিনেরা পাইতেছে না। এতদিন কএদের পর সমসের আলী পৈতৃক সম্পত্তি যোল আনা বিনা পণে লিখিয়া দিতে রাজি হইয়াছে। সে কথাও জানাইতে পারিতেছেন না। একবারে নিষেধ। কেহ কোন কথা লইয়া তাঁহার বিনানুমতিতে কেহ তাহার সম্মুখে যায়।

মেম সাহেবের আসিবার দিনও অতি নিকট হইয়া আসিতেছে। প্রথম বিলাতের পত্র, তাহার পর কলিকাতার পত্র পাওয়া গিয়াছে। সেও প্রায় দশ বার দিন। বাতাসের জোর নাই বলিয়া, বজরা নৌকা আসিতে এত বিলম্ব হইয়াছে। সকলেরই অনুমান এই যে, অদ্য নাগাদ সন্ধ্যা অবশ্যই বজরা ঘাটে লাগিবে। নিতান্ত পক্ষে না আসিলে, কা'ল আর কিছুতেই পথে থাকা সম্ভব নহে।

টি, আই কেনী আজ সপ্তাহ কাল নির্জ্জনে বাস করিতেছেন। বিষয় বিভবের কথা ভুলিয়াছেন, মামলা মোকদ্দমার কথা ভুলিয়াছেন। শয়ন কক্ষের দরজা বন্ধ করিয়া কি কারণে তিনিই জানেন। যাঁহার স্ত্রীর মনের ভাব বুঝিয়া পাঠকগণের নিকট প্রকাশ করিতে উদাসীন পথিকের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে, সে স্ত্রীর স্বামীর মনোগত ভাব বুঝিবার পথিকের ক্ষমতাই নাই। কেনী কয়েক দিন হইতেই বিষাদিত, চিন্তিত, ভাবিত। সময় সময় সাদা চক্ষু সাদা জলে পরিপূরিত। কারণ কি? সে সুদীর্ঘ গোঁপ এবং গালপাট্টা সংযুক্ত ধবল মুখ এত মলিন হওয়ার কারণ কি? সে অসুরসদৃশ বিশাল শরীর এত দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হওয়ার কারণ কি? সে নিটোল নিরেট বিলাতি মজ্জা পূর্ণ বৃহদাকার মস্তক সর্ব্বদা বালিশের আশ্রয়ে থাকিবার কারণ কি? সে রক্তরাগ পরিপূর্ণ হৃদয় মধ্যে সর্ব্বদা জাগে কি? সাধ্য নাই—বুঝিবার সাধ্য নাই!! উদাসীন পথিকের বুঝিবার সাধ্য নাই। সহস্র অবলার অঙ্গাভরণ হরণকালে যে হৃদয় একটুকও নড়ে নাই, শত সহস্র প্রজার ঘরের চালের আগুণ

দেখিয়া যে হৃদয়ে ব্যথা লাগে নাই—স্নাগাও, লাগাও লুটীয়া লও, এই সকল হুকুম করিয়া—অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া বঙ্গের নিরীহ প্রজার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন, কুল-বধূর বস্ত্র হরণ ইত্যাদি মহাপাপ কার্য্য দেখিয়া যে বিলাতী হৃদয়ে কিছু মাত্র দয়ার সঞ্চার হয় নাই, যে চক্ষু ঐ সকল মহামারী ঘটনা দেখিয়া একটু নীচে নামে নাই, সে চক্ষে জল! গণ্ডস্থল ভাসিয়া বালিশ ভিজিতেছে। পালঙ্কের গদি ভিজিতেছে, ইহার মর্ম্ম কে বুঝিবে? তবে কি যে কারণে মহাবিদ্যান অপদস্থ, বুদ্ধিমান নিরস্থ, পুণ্যবান অধস্থ, ধনবান বিপদগ্রস্থ, বীরশ্রেষ্ঠ মহাবীর পরাস্ত, সেই কারণই কি এই কারণ?—যাক যাহা নির্ণয় করিতে অক্ষম, আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মনের কথা কে জানে? যে জানে সে জানে, যে বুঝে তাহার গোপন করাই কর্ত্তব্য। উভয়েই বন্দী, কেহ ইচ্ছায় কেহ অনিচ্ছায়।

সপ্তদশ তরঙ্গ।

মিলন।

অনুমান মিথ্যা হইল। মিসেস কেনী সেদিন আসিয়া পঁহুছিলেন না প্রধান প্রধান কার্য্যকারকগণের দ্বিতীয় একটী চিন্তার কারণ হ... আজিকার দিনও যায় যায়। কিন্তু কুঠীর আমলা... ...নগাহবানগণ সকলেই দেখিল যে, কেনী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ... ...রিয়া শয়নগৃহের সম্মুখস্থ ফুল বাগানে ধীরে ধীরে বেড়াইয়া বে... ...ছেন। বাগানের সংলগ্ন কালীগঙ্গা, দুই একবার ফিরিয়া ঘুরিয়া ক... ...ঙ্গার তীরে যাইয়া দক্ষীণমুখী হইয়া দূরবীন দ্বারা কি যেন দেখিতেছেন। হরনাথ মিশ্র সময় বুঝিয়া বন্দী মীর সমসের আলীকে লইয়া বাগানের গেটের নিকট যাইয়া দাঁড়াইলেন। কেনী দ্বিতীয় বার ঘুরিয়া আসিতেই হরনাথের উপর নজর পড়িল। একটু ত্রস্ত পদে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর কি? কাজী সাহেব এবেশে কোথা হইতে আসিলেন।

হরনাথের মুখে কথা ফুটিতে না ফুটিতেই কাজী সমসের আলী বলিতে লাগিলেন সাহেব! তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় লিখিয়া লও। আর আমরা বাঁচি না। আর প্রাণে সহ্য হয় না।

কেনী একটু মুচকিয়া হাসিয়া উত্তর করিলেন।—কি হইয়াছে? আপনি এত দিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই কেন? এত দিন কোথায় ছিলেন? ভাল আছেনত? লোকে আগে বুঝে না, শেষে পায় ধরিয়া কান্দিতে থাকে। আচ্ছা আর আমার কোন আপত্তি নাই। সকলই মিটিয়া যাইবে—লিখা পড়া কল্যই হইবে। আর আপনাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না।

কাজী সাহেব বলিলেন।—ব্যস্ত আমারই এখন বেশী হইয়াছে। প্রাণের মায়া বড় মায়া। আর অধিক কি বলিব! পৈতৃক তালুক, জোত ইত্যাদি স্থাবর অস্থাবর যাহা কিছু আছে, সমুদয় লিখিয়া লইয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া দিন। আর বাঁচিনা। দোহাই আপনার। প্রাণ গেল—আর বাঁচিনা।

কেনী। "বাঁচিনা বাঁচিনা" করিতেছেন, আগে বুঝেন নাই কেন? আচ্ছা, আজ কোন কথা হইবে না। বোধ হয় মেম সাহেব এখনই আসিয়া পঁহুছিবেন। আমি তাঁহার বজরার মাস্তুল দেখিতে পাইয়াছি। বোধ হয় কুঠীর বজরাই আসিতেছে। আপনি এখন আপনার বাসস্থানে গমন করুন। কাল লিখা পড়া হইবে—আজ দিব্বি আহার করিয়া শয়ন করুন গে।

কাজী সাহেব মাথাহেঁট করিয়া বলিতে লাগিলেন—অদৃষ্টে যাহা থাকে হ[illegible]। বরাতে যাহা আছে তাহাই আহার করিব। কোন্ পাপে ইহা ঘটিল—খোদা[illegible] আর আপনাকে কি বলিব। চলিলাম, আপনার গুদাম ঘরেই চলি[illegible]

কেনী মুচকি হাসিয়া [illegible] দেখাইয়া আবার নদীতীরে যাইয়া দূরবীন চক্ষে ধরিলেন। দেখিলেন, [illegible]রে স্পষ্ট দেখিলেন। সেই বজরা—সেই তাঁহারই কুঠীর বজরা। যে বজরায় মেম সাহেব কলিকাতা গিয়াছিলেন। সু-বাতাস পাইয়া পাইলভরে জল কাটিয়া স্রোত ঠেলিয়া যেন উড়িয়া আসি-তেছে। দেখিতে দেখিতে বজরা নিকটবর্ত্তী হইল, পাইল পড়িয়া গেল, সক-লেই দেখিল মেম সাহেব ছাতের উপর ইজী চেয়ারে বসিয়া কুঠীর দিকে তাকাইয়া আছেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে বজরা ঘাটে লাগিল। লাগিবা মাত্র সিঁড়ী পড়িল। টি, আই কেনী ত্রস্তপদে যাইয়া প্রিয়তমার হস্ত ধারণ করিলেন। কমলমুখীর শ্বেতকমলদলসদৃশ মুখমণ্ডলের সুখবোধ স্থানে বার বার চুম্বন করিলেন। এবং প্রাণ প্রতীমার দক্ষীণ হস্ত বাম বগলে চাপিয়া ধীরে ধীরে

সিঁড়ী দিয়া নামিয়া ফুলবাগানে প্রবেশ করিলেন। মেম সাহেবের আসবাব লওয়াজিমা ঘরে উঠিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাদেবী জগৎ অন্ধকার করিয়া লোকের চক্ষুঃজ্যোতি হরণ করিলেন। বিরামদায়িনী নিশা সমাগতা হইয়া পুরাতন দম্পতির বিচ্ছেদের পর মিলন-সুখের সুযোগ করিয়া দিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চন্দ্রমা হাসিতে হাসিতে তারাদল ফুটিতে ফুটিতে সময় সময় মিটি মিটি ভাবে চাহিতে চাহিতে বিমান-রাজ্যে বিহার করিতে করিতে ক্রমে রজনীর সোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। পুরাতন দম্পতি বিশ্রাম গৃহে, মখমল মণ্ডিত কোচে উপবেশন করিয়া হাসি মুখে নানা প্রকার কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

সোণাউল্লার স্ফূর্ত্তি দেখে কে? সর্দ্দার বেহারার ছুট ছুটার অন্ত পায় কে? দেয়ালগীর, ল্যাম্প, লণ্ঠন, হাত বাতী যেখানে যাহা প্রয়োজন মনের আনন্দে জ্বালিয়া দিয়া মেম সাহেবের শয্যার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল।

নিয়মিত সময় সাহেব, মেমসাহেব আহারাদি সমাপন করিয়া আপন আপন শয্যায় গমন করিলেন। মিসেস কয়েক মাস পরে কুঠীতে আসিয়াছেন। পরিবর্ত্তনশীলা জগতে পরিবর্ত্তন কথা নূতন নহে। মিসেস কেনী রাত্রিবাস পরিধেয়ে অঙ্গ ঢাকিয়া পালঙ্গে বসিয়াছেন। মনে নানা কথা উদয় হইয়াছে। স্বামীর হাব, ভাব, চাকরদের মুখভাব দেখিয়া তাঁহার মনে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার অনুপস্থিত কালে, বিশেষ কোন ঘটনা যেন ঘটিয়া গিয়াছে। কি ঘ[illegible] কি হইল? এমন ঘটনা কি? কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনেক চিন্তা করিলেন, কিছুই স্থির হইল না। স্বভাবতঃই হউক কি চিত্তের বিকারেই হউক, কি দশ বার দিন নৌকায় থাকা গতিকে মাথার দোষেই হউক, স্থির করিলেন, একটী স্থির করিতে দশটীর প্রমাণ পাইলেন। প্রথম বজরায় স্বামীর করস্পর্শ—সে পরশে যেন তাঁহার শরীর রোমাঞ্চ হয় নাই, সে অপূর্ব্ব বিজলী ছটা শরীরের নানা স্থানে খেলা করিয়া যেন হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নাই। সে অপূর্ব্ব রসময় প্রেম চুম্বনে প্রেমানুরাগ যেন বৃদ্ধি করে নাই। বজরার সিঁড়ী হইতে নামিবার সময়, হরিহর আত্মা হইয়া নামিয়াও প্রেম উল্লাসে মন গলিয়া যায় নাই। কারণ কি? তাইত একত্র একাসনে বসিয়াও হৃদয়কমল, অনুরাগ প্রতিভার

যেন সম্পূর্ণ বিকশিত হয় নাই। গায়ে গায়ে মিশিয়া একত্র আহারেও যেন পূর্ব্বের ন্যায় সুখ বোধ হয় নাই।—তৃপ্তি জন্মে নাই। সুমধুর স্যাম্পিনের গ্ল্যাস স্বামী-হস্তে গ্রহণ করিয়াও যেন মন খোলে নাই। কারণ কি? অনেক চিন্তা করিলেন, অনেক কথা মনে তুলিলেন, কিছুতেই মন বুঝিল না। শান্তি সুখে মন ডুবিল না—মজিল না। কেন এমন হইল? দোষ কাহার? লজ্জিত হইলেন। নিকটস্থ বৃহৎ দর্পণে মুখ খানি ভাল করিয়া দেখিলেন। লজ্জায় অধোমুখী হইয়া, অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। উপস্থিত চিন্তার সমালোচনার ফল প্রকাশ হইতে বাকি রহিল না। সে মনোবেগ আমাতে প্রবেশ করিবে, আমার মনোবেগ তাঁহাতে যাইবে। ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইল দোষ তাঁহার? তাঁহারই মনে যেন কি বসিয়াছে। স্বামী হৃদয়েই যেন কি পশিয়াছে। পুরু-ষের হৃদয় কন্দরে প্রবেশ করিতে কতক্ষণের কাজ। চিন্তা কি? আজ না হয় কা'ল, কা'ল না হয় পরশ্ব, বুঝিতেই পারিব। কয়দিন গোপন থাকিবে? রাত্রও অধিক হইয়াছে। কয়েক দিন জলের উপর থাকিয়া এখনও যেন মাথা ছুলিতেছে। একটু ঘুমাই।

অষ্টাদশ তরঙ্গ।

অধঃপাতের সূত্রপাত।

ময়নার মৃত্যুর পর জকী প্রায়ই সুন্দরপুর [illegible]ত। দুই তিন দিন থাকিয়া আবার আসিত। জকীর প্রতি টি, আই কেনার বিশেষ অনুগ্রহ। ময়নার মৃত্যুর পর জকীর ইচ্ছাধীন চাকুরী হইয়াছে। জকী অভাবে কোন কাজ কর্ম্ম আর বন্দ থাকে না। গুদামের চাবি, দানার গোলার চাবি, জমাদারের হস্তে গিয়াছে। জকীর ছোট স্ত্রী মাথ্না সপত্নীর নিকট যে কয়েকটী কথা শুনিয়া-ছিল, তাহা—তাহার প্রতিবর্ণ অন্তরে বসিয়া গিয়াছে। জকীকে দেখিলেই মাথ্নার শরীরে আগুন জলিয়া উঠে। মাথ্না ভ্রূকুঞ্চিত করে, চক্ষু পাকল করে, ভার ভার মুখ খানি আরও ভারি করিয়া সরিয়া যায়। জকীর মুখ দেখিতেই একবারে নারাজ। কি করে, উপায় নাই। আর কি করিতে পারে? ভারতে স্ত্রীর নিকট স্বামীর বড়ই মান ও আদর।—বড় করিয়া কথা কহিতেও ভয়

করে। স্বামী দেবতা, স্বামী অন্নদাতা, স্বামী বিধাতা, স্বামী ত্রাণ কর্ত্তা;—স্বামীই বুদ্ধি, স্বামীই বল, স্বামীই সকল, স্বামী-পদসেবা করাই কুলস্ত্রীর প্রধান ধর্ম্ম। জকী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, সুন্দরপুরের কোন লোক আজ আসিয়াছিল? মাখ্না বলিল—"একটি লোক আসিয়াছিল। তোমার নাম করিয়া ভাই! ভাই! বলিয়া, কয়েকবার ডাকিয়া, কোথায় চলিয়া গেল। বাটীতে কেহই ছিল না আমি কোন কথার উত্তর দেই নাই।"

জকী রোষ ভরে বলিল—"এমন হতভাগিনীত আর দেখি নাই যে, আমি বাটীতে নাই বলিয়া কি আর কাহার সহিত কথা কহিতে নাই? তোদের ত বুদ্ধি নাই। তোরা মানুষও নহিস্। বনের পশুও নহিস্। একটা কাজ নষ্ট হইয়া গেল।" মাখ্না বলিল—"আমি কি জানি, তোমার সহিত তাহার কি কাজ। ভাই ভাই করিয়া ডাকিল, আমি বেড়ার আড়ালে থাকিয়া দেখিলাম, সে একা নহে। তাহার সঙ্গে আরও একটা লোক আছে। আর সেই লোকটার বগলে কাপড়ে জড়ান একটা ভারী কি জিনিস আছে। অনেক ডাকা ডাকি করিয়া বগল হইতে কাপড়ের পুঁটলী মাটিতে ফেলিতেই বোধ হইল যেন কতকগুলি পয়সা কি টাকাই একত্রে বান্ধা।"

জকী শুনিয়াই অস্থির। প্রকাশ্যে বলিতে লাগিল—"তোদের কিছুমাত্র কাণ্ড জ্ঞান নাই। আমি সাহেবের কুঠীতে থাকিয়া দেখিতেছি, নূতন কোন সাহেব আসিলে, মেম সাহেব নিজে যাইয়া আগু বাড়াইয়া আনেন। দুই জনে চুমা খাওয়া হয়, গলায় গলায় মিশিয়া হাত ধরা ধরি হয়। তোরা কোন কার্য্যের নহিস্। কেবল ঘোমটা—তোদের কেবলই ঘোমটা।"

"আমি গরীব দুঃখী বাঙ্গালীর মেয়ে, বাঙ্গালা আমাদের দেশ। আমার দেশের চাল চলন যাহা আছে, তাহাই করিব। সাহেব বড়লোক, দেশের রাজা। তাঁহারা যাহা করেন, আমার সে সকল দেখিয়া দরকার কি? আমি গরিব মানুষ, মেম সাহেবের মত ব্যবহার করিতে আমার ক্ষমতা নাই। হইবেও না।"

"আমি জানি, যে আমার ঘরের লক্ষ্মী ছিল সে চলিয়া গিয়াছে।"

"সে চলিয়া গিয়াছে না বাঁচিয়াছে। তোমার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তুমি টাকার লোভে তাহার সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়াছ, তাহাকে

যে পথে চালাইয়াছ, যে প্রকারে বাঘের মুখে,—মানুষ বাঘের মুখে ধরিয়া দিয়াছ, তাহা সকলি শুনিয়াছি। তুমি টাকা হাতে পাইলে না পার এমন কোন কুকাজ দুনিয়া জাহানে নাই। সে কি করিবে? তোমার হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। নিজের প্রাণ নিজে দিতেও কত দিন সে প্রস্তুত হইয়াছে, পারে নাই। নিরূপায় হইয়া তোমার অত্যাচার সহিয়াছে। স্বামী হইয়া যাহা করিয়াছ, ভালই করিয়াছ। সে পাপের ভোগ তোমাকে কোন দিন ভোগ করিতেই হইবে। তা যা করিয়াছ ভালই করিয়াছ। আমি তোমার দুখানি পায় ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিতেছি, আমার বাপ মায়ের বাড়ীতে আমাকে পাঠাইয়া দেও। আমার মন বড়ই অস্থির হইয়াছে। অনেক দিন হইল মাকে দেখি না—বাবাও আর এখানে আসেন না। তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য আমার মন বড়ই উচাটন হইয়াছে। আমি খোদার নাম করিয়া বলিতেছি, এখানকার কোন কথা সেখানে কাহার নিকট বলিব না। আমাকে শীঘ্রই পাঠাইয়া দেও। কিছু দিন পরে আবার আমি আসিব। তুমি না পাঠাও, তাহাদিগকে খবর দিলে তাহারা আমাকে লইয়া যাইবে।”

জকীর মুখে কথা নাই। যে কথা কেউ জানে না—মনের অগোচর, স্বপ্নের অগোচর, সেই কথা তুলিয়া এত কথা বলিল। জকীর গা দিয়া ঘাম ছুটিল। রোষ ভাব বহু দূর সরিয়া গিয়া লজ্জায় মাথা নীচু হইল। কালমুখ আর কাল হইয়া গেল। এই সময় বাহির বাটী হইতে, কে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল, ভাই জকী বাড়ী আছ?

জকী গলার আওয়াজেই চিনিতে পারিয়া ভাঙ্গাস্বরে উত্তর করিল—ভাই! বাড়ীর ভিতরে আইস। আমার ঘরের লক্ষ্মী আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। এখন এক অলক্ষ্মীর হাতে পড়িয়াছি—আর আমার ভালাই নাই।

আগন্তুক বাড়ীর মধ্যে উপস্থিত। জকী আদর করিয়া এক খানি পিঁড়ী আনিয়া দিল, আগন্তুক ভ্রাতা ছাতি লাঠী সম্মুখে রাখিয়া পিঁড়ী পাতিয়া বসিল। তখনই তামাক, তখনই হাত পা ধুইবার জল, তখনই জলযোগের (নাস্তার) খই, বাতাসা ভাইয়ের সম্মুখে দিয়া ময়নার মরণ কথা অতি সংক্ষেপে বলিয়া নানা প্রকার দুঃখ করিতে লাগিল।

আগন্তক বলিল—"ভাই! দুঃখ করিয়া আর কি হইবে! সেকি আর ফিরিয়া আসিবে? যে ভাল হয় সে থাকে না। এখন কথা শুন। আমি আবার এখনই যাইব। বড় জরুরি কাজ।"

"কথাত শুনিয়াইছি, আমিও প্রস্তুত আছি। তবে কথাটা কি জান? আশা অনেকেই দেয়, কার্য্য উদ্ধারের জন্য অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকে। কার্য্য শেষ হইলে বুঝিতেই পার—তুমি বা কে আমি বা কে?"

"সে কি কথা! তুমি কি আমাকেও অবিশ্বাস কর?"

জকী মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিতে লাগিল "না—না তাওকি হয়! তোমায় অবিশ্বাস করিব? তাওকি হয়?"

"তবে আর আপত্তি কি? আর দেখ তোমাকেইত আগে বিশ্বাস করিয়াছে। কিছুই হয় নাই। কাজের কিছুই হয় নাই। আগেই তোমার হাতে একটী নয়, দুইটী নয়, দশটী নয়, পাঁচ শত দিয়াছে। আর চাই কি? অর্দ্ধেকত হাতেই আসিয়াছে। আবার আমিও কিছু আনিয়াছি। এরপর যাহা বাকি থাকিবে, তুমি আমার নিকট হইতে লইও। তুমি জানিও, এদিকের চন্দ্র ওদিকে গেলেও সে ঘরের কথা, একটুকও এদিক ওদিক হইবে না। এখন তুমি পারিলে হয়। আর আমি বেশীক্ষণ তোমার বাটীতে থাকিব না। এই টাকা, আর এই সেই জিনিস নেও, যত শীঘ্র হয় করিবে। আমি চলিলাম।"

জকী টাকার তোড়া এবং কাঠের ছোট একটী কৌটা ত্রস্তে ভাই সাহেবের হস্ত হইতে লইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। ভাই সাহেবও ত্রস্তপদে বাড়ীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া সরিয়া পড়িলেন।

জকী ঘর হইতে বাহির হইয়া স্ত্রীকে বলিল,—"তুমি প্রস্তুত হও, আমি বেহারাবাড়ী চলিলাম আজই তোমাকে পাঠাইয়া দিব।"

জকী বাড়ীর বাহির হইয়া মনে মনে স্থির করিল যে, এ বালাইকে আর এখানে রাখিব না। আ'জ আমাকে বলিল, কা'ল আর এক জনকে বলিবে, ক্রমেই কথা প্রকাশ হইবে। ভাল হইল, কিছু দিন বাপ মার বাড়ী গিয়া থাকুক।

১০৭

উনবিংশ তরঙ্গ।

বিষ।

জকী স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া কুঠীতে হাজিরা দিতে আসিয়াছে। সে দিন নাই, সে কাল নাই; সে আদর নাই। জকীর সে খাতির নাই। জকীর নামে কাহার ভয়ও নাই। প্রতি দিন হাজিরা দিতে হয়। নিয়মিত সময় উপস্থিত না হইলে, মেম সাহেবের বকুনী খাইতে হয়। কিন্তু মেম সাহেবের কামরা ব্যতীত জকীর সকল স্থানেই জাওয়ার অধিকার আছে। সেটা এখনও বারণ হয় নাই।

অন্য কক্ষে সাহেব, মেম উভয়েই ব্রাণ্ডিপানীর স্বাদ লইতেছেন। মিসেস কেনী পূর্ব্বে ব্রাণ্ডির নাম শুনিতে পারিতেন না—এবার বিলাত হইতে আসিয়া, খুব চালাইতেছেন। সকল সময় হাসি খুসী বাজনায় গানে সময় কাটাইতেছেন।

জকী মেম সাহেব নিকট হাজিরা দিয়া সেলাম বাজাইয়া বিদায় হইল। কিন্তু বাড়ীতে আসিল না। একবার নীচে একবার উপরে, একবার বাবরচি খানায় একবার সাহেবের লিখিবার ঘরে, এইরূপে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। জকী যেন মনে মনে কি খুজিয়া বেড়াইতেছে। কোন জিনিস খুজিবার ভাব নহে। সময় খুজিতেছে। সুযোগের অনুসন্ধান করিতেছে।

খানসামা সর্দ্দার বেহারা সকলেই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া নানা প্রকারের গল্প ফাঁদিয়া বসিয়াছে। জকী পুনরায় উপরে আসিল। খানার মেজ সাজান। সাহেব মেম অন্য কামরায়। খুব হাসি তামাসার রগড় চলিতেছে। জকী ক্রমে ক্রমে খানার কামরায় উপস্থিত। চারদিক তাকাইয়া অগ্রসর, আবার তাকাইয়া আরও অগ্রসর—চারদিক দেখিয়া দাঁড়াইল। কমরের খুঁট হইতে একটী কৌটা বাহির করিল। কৌটার পরিচয় আর বিশেষ করিয়া কি দিব। সেই কৌটা—ভায়ের দত্ত কৌটা। কৌটা হইতে কি যেন উঠাইয়া চা-দানির মধ্যে ফেলিয়া দিল। চা-দানীর সরপোষ দিয়া পূর্ব্বমত ঢাকিতেই ভয়ে হাত কাঁপিয়া উঠিল। সরপোষের প্রতিঘাতে একটু

শব্দ হইল। ঠিক ভাবে পূর্ব্বমত সরপোষ বসিল না। ভাল করিয়া পূর্ব্বমত ঢাকিতেও আর সাহস হইল না। তাড়া তাড়ী অন্য দরজা দিয়া নীচে নামিয়া গেল। সোনাউল্লা, সর্দ্দার বেহারার খোস গল্পে মন মাতাইয়া বসিয়াছিল। খানার কামরা মধ্যে হঠাৎ একটী শব্দ হইয়া তাহার কানে গিয়াছিল। কিন্তু উঠিয়া আসিয়া দেখা, কি, কি কারণে শব্দ তাহার কারণ অনুসন্ধান করা তত আবশ্যক মনে করিল না। কারণ মুখ ফিরাইতেই দেখিল যে, জকী সিঁড়ী দিয়া নীচে নামিতেছে। আর কোনরূপ সন্দেহের কারণই হইবার কথা নহে। জকী ঘরের চাকর, সাহেবের বিশ্বাসী ও ভালবাসা। অন্য লোক হইলে তখনই উঠিত। কি কারণে শব্দ হইল তাহার অনুসন্ধান করিত। জকীকে চিনিয়া আর উঠিল না। কান পাতিয়া রেঙ্গুনের গল্প শুনিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরেই মেম সাহেবের হাত ধরিয়া কেনী খানার কামরায় আসিলেন। সোনাউল্লা বেহারা প্রভৃতি চাকরেরা হাজীর। খানার বাসনের সরপোষ উন্মোচন হইল। ছুরী কাঁটা চলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে স্যাম্পিনের কাক ফুটিতে আরম্ভ হইল। প্লেট বদল হইতেছে। ছুরী চলিতেছে। গ্লাস উ[illegible] তেছে। একটীর পর একটী খাদ্য উদরে ঢুকিতেছে। পরস্পর কথ[illegible] হইতেছে, উচ্চহাসি, মৃদু হাসি উভয়ের মুখেই দেখা দিতে[illegible] ঘণ্টার পর আহার শেষ হইল। এখন "চা" খাওয়ার পালা। [illegible] চা-দানীর নিকটে গিয়া দেখে যে, চা দানীর সরপোষ নিয়ম মত ব[illegible] কোন অজানা লোক সরপোষটী চা-দানীর উপর রাখিয়া গিয়াছে। স[illegible] হইল: সোনাউল্লার মনে সন্দেহ হইল। হঠাৎ সেই শব্দের কথা মনে পড়িল। সোনাউল্লা অনেক বিবেচনা করিয়া, সাহেবের নিকট জোড় হাতে বলিতে লাগিল—"হুজুর! এই চা-দানীর সরপোষ আমি যে ভাবে রাখিয়াছিলাম, ঠিক সে ভাবে নাই। আর একটী কথা—আমি বাহিরে বসিয়া ঘরের মাঝে একটী শব্দও শুনিতে পাইয়াছিলাম। সেই সময় জকী এই ঘর হইতে পাশের দরজা দিয়া বাহির হইয়া নীচে নামিয়া গিয়াছি[illegible] তাহাও দেখিয়াছি। আমার মনে সন্দেহ হইতেছে। যেই হউক, চা-দ[illegible] সরপোষ উঠাইয়াছে।"

সাহেব চা-দানীর নিকট গিয়া বলিলেন—"জকী খানার কামরায় আসিয়া চা-দানী নাড়িবে কেন?"

সোনাউল্লা বলিল—"সেত চিরকালই খানার কামরায় আসিয়া থাকে।"

মিসেস কেনী বলিলেন—"খানার ঘরে তাহার কাজ কি? সে এখানে কেন আসিবে? তোমরা এ ঘরে তাহাকে আসিতে দেও কেন? শুনিয়াছি যে, সে ঘরের কাজের চাকর। তার যে কি কাজ, তাহা আমি দেখি নাই। অথচ সে ঘরের চাকর—কি অন্যায় কথা!"

মেম সাহেব চা-দানী হইতে, প্যালায় চা ঢালিয়া কেনীকে, দেখাইলেন—চার আসল রঙ্গ নাই। একটু ময়লা ময়লা রঙ্গ। বেশী কড়া হইলেও এরূপ হয় না। টি, আই, কেনীর মনে সন্দেহ হইল। প্যালার চার মধ্যে এক টুকরা রুটি ভিজাইয়া মেম সাহেবের কুকুরকে খাইতে দিলেন। টরী লেজ নাড়িতে নাড়িতে চপর চপর শব্দে বিষাক্ত রুটি উদরস্থ করিল। কেনী ঘড়ী ধরিয়া খানার কামরাতেই বসিয়া রহিলেন। ত্রিশ মিনিট অতীত হইতে, টরী ভারি অস্থির হইল। এদিক ওদিক ছুট ছুটী করিয়া বেড়ায়, এক-স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। গড়াগড়ী দেয়। অস্বাভাবিক স্বরে ...উ করে। খানসামা, খেদমতগার, বাবরচির মুখ শুখাইয়া গেল। ...না হইতে টরী মাটিতে হাত পা ছড়াইয়া পড়িয়া গেল। গড়া- ... হাউ মাউ শব্দ করিতে করিতে একবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া ... সোয়াঘণ্টার মধ্যে কুকুরের চেতনা রহিত, মৃত্যু—

কেনী ক্রোধে অধির হইয়া, জমাদারকে ডাকিয়া বলিলেন—"যত সর্দ্দার, বরকন্দাজ, লাঠীয়াল আমার চাকর আছে, এই মুহূর্ত্তে যাইয়া জকীকে বান্ধিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত কর।"

জমাদার সেলাম বাজাইয়া, তখনই লাঠী ঘাড়ে করিয়া ছুটিল। জকীর প্রতি কেহই সন্তুষ্ট ছিল না। অনেকে পূর্ব্ব দাদ তুলিতে সর্দ্দারের সঙ্গি হইয়া জকীকে ধরিয়া আনিতে চলিল। কেনী—সোনাউল্লা, সর্দ্দার, বেহারা, বাবরচি, মশালচি, পাখাওয়ালা সমুদয় চাকরকে আটক করিয়া রাখিলেন।

জমাদারদিগকে জকীর বাড়ী পর্য্যন্ত যাইতে হইল না। জকী কুঠীতেই ...য়া বেড়াইতে ছিল। সাহেবের খানা খাওয়া হইলে ছটফটী দেখিয়া সুন্দরপুর

যাইবে, মনস্থ করিয়াছিল। তাহা আর ঘটিল না। ঈশ্বর টি, আই কেনীকে রক্ষা করিলেন। এক জনের চক্ষে পড়িতে পড়িতে জকী দশ জনের চক্ষে পড়িয়া ধৃত হইল। বন্ধন অবস্থায় সাহেবের নিকট আনীত হইলে, সাহেব দালানের থাম্বার সহিতে বান্ধিতে আদেশ করিয়া, শ্যামচাঁদ বাহির করিয়া আনিতেই জকী বলিতে লাগিল—হুজুর! আমাকে প্রাণে মারিবেন না। আমি যখন ধরা পড়িয়াছি আমার জীবন শেষ হইয়াছে। আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন।

টি, আই কেনী কিছুতেই ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দুই চার ঘা মারিতেই জকী বলিতে লাগিল—আমি বিষ দিয়াছি। ধর্ম্মাবতার! আমি চার মধ্যে বিষ মিশাইয়া দিয়াছি। বিষের কৌটা এখনও আমার কোমরেই আছে। সাহেব প্রহার ক্ষান্ত দিয়া কোমরের কাপড় খুলিতে খুলিতে কৌটা পড়িয়া গেল, আর জকীকে প্রহার করিলেন না। বন্ধন অবস্থায় একটী কক্ষে তালা চাবি দিয়া বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন। আরও আদেশ করিলেন যে, এই রাত্রেই জকীর বাড়ী, ঘর, দ্বার ভাঙ্গিয়া কালীগঙ্গায় ভাসাইয়া দেও। মালামাল, টাকা কড়ী যাহা থাকে, সমুদয় কুঠীতে লইয়া আইস।

আদেশ মাত্র রামইয়াদ, ধনইয়াদ, লছমীপৎ সিং, রামলাল তেওয় কুড়ান, জুড়ান, নবীন প্রভৃতি প্রধান প্রধান [illegible] ছুটিল। কুঠীর বাজে চাকর যাহারা [illegible] লাঠিয়ালদিগের সঙ্গে যাইয়া জকীর [illegible]

জকীর স্ত্রী পূর্ব্বেই পিতার বাটীতে [illegible] মাত্র ছিল। কে কোথায় পালাইল, তাহার আর সন্ধান হইল না।

টি, আই কেনীর চক্ষে সে রাত্রে নিদ্রা নাই। কুকুরের দশা যাহা স্বচক্ষে দেখিলেন, নিজের অবস্থাও তাহাই ঘটিত—এই সকল চিন্তা করিয়া আরও নানা প্রকার কথা মনে উঠিল। চিন্তিত ভাবেই সে রাত্রি কাটিয়া গেল।

প্রত্যুষেই প্রধান কার্য্যকারক হরনাথকে ডাকিয়া জকীর অবস্থা বলিলেন। আরও আদেশ করিলেন যে, তুমি নিজে যাইয়া দেখ, জকীর সমুদয় ঘর ভগ্ন হইয়াছে কিনা। যদি না হইয়া থাকে—একবারে সমভূমি করিয়া কালীগঙ্গায়

ফেলিয়া দিও। বাড়ীর নিশান মাত্র না থাকে। এবং ভিটায় চাষ দিয়া এখনই নীল বুনানী করিয়া আসিবে। ইহার কোন বিষয়ে ত্রুটি না হয়।

হরনাথ সেলাম বাজাইয়া মনিবের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে চলিলেন। সাহেব পুনরায় ডাকিয়া বলিয়া দিলেন। আর একটী কথা। মুসলমানেরা কবরকে বড় মান্য করে। কোন কবরের উপর যেন চাষ দেওয়া না হয়। সাবধান! আমি এখনই জকীকে পাবনায় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট চালান করিব।

হরনাথ পুনরায় সেলাম করিয়া বিদায় হইলেন। টি, আই কেনী পাবনার মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত লিখিয়া জকীকে বন্ধন করিয়া পাবনায় পাঠাইয়া দিলেন।

পরে জকীর স্বীকৃত জবাবে বিষ পরীক্ষার পর সেসনের বিচারে জকীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞা হইল। জকীর স্ত্রী পিতা মাতার বাড়ী থাকিয়া স্বামীর অবস্থা শুনিয়া কান্দিয়া, নাকের নথ, হাতের চুরি সমুদায় খসাইয়া ফেলিল। জকীর প্রসঙ্গ, জকীর দ্বীপান্তর গমনের সঙ্গে সঙ্গে একবারে শেষ ইয়া গেল।

শ তরঙ্গ।

ং।

বাবুর বাড়ী। ভৈরব বাবু বনিয়াদি বাবু। যে সময়ের কথা, সে সময় বাবুর সংখ্যা বড়ই কম ছিল। বাবু বলিতে ভৈরব বাবু। বিশেষ মান্য গণ্য, বনিয়াদি, ঘরানা, সচ্চরিত্র, সৎস্বভাব, সকলের প্রিয় যিনি, তিনিই বাবু নামে পরিচিত হইতেন। শুদ্ধ আলবার্ট কেতায় চুল কাটাইয়া সিঁথির বাহার উড়াইলে সে সময় বাবু হওয়া যাইত না। বাবুর বাজার বড়ই কড়া ছিল। ভৈরব বাবু যথার্থ বাবু। ভৈরব বাবুকে জব্দ করাই এখন কেনীর মতলব। মীর সাহেব ভৈরব বাবু সম্বন্ধে অনেক বলিয়াছেন। বাবুকে বিশেষ কোনরূপ বিপদগ্রস্ত না করিয়া তাঁহাকে একটু জব্দ করাই কেনীর নিতান্ত ইচ্ছা। সকলেই বলে ভৈরব

বাবু ভারি চতুর, বুদ্ধিমান, সহজে ঠকিবার পাত্র নহেন। কেনীর তাহা সহ্য হয় না। বাঙ্গালী বুদ্ধিমান, বাঙ্গালী সুচতুর, বাঙ্গালী বিচক্ষণ,—একথা কেনীর সহ্য হয় না। ভৈরব বাবুকে আচ্ছা করিয়া জব্দ করিয়া সাধারণকে দেখাইবেন, বিলাতী চাল চালিয়া বাবুকে মাত করিবেন, এই আশাতেই বড় সাবধানে ব'ড়ে টিপিতেছেন। বাবুও কম নহেন, আত্মরক্ষায় খুব সাবধান হইয়াছেন। তিনিও তোখড় খেলওয়াড়, সহজে পড়িতেছেন না।

কেনীর প্রধান গোয়েন্দা ফটীক, আর হরিদাস। ফটিক প্রায়ই ফকীর বেশে, গোয়েন্দাগিরী করে। হরিদাস বৈরাগী সাজিয়া খমক বাজাইয়া মনিবের কার্য্যোদ্ধার জন্য গান করিয়া বেড়ায়। সময় সময় খঞ্জনীও বাজায়।—ভিক্ষাও করে।

ভৈরব বাবুর চাকরেরা সন্ধানে জানিয়াছে যে, এবারে লাটের কিস্তীর খাজানা যশোহরে যাইতেই, যে কৌশলে হউক পথ হইতে কেনী লুটপাট করিয়া লইবে। বাবুও সেকথা শুনিয়াছেন।

খাজানা দাখিলের দিন নিকটে আসিল। আমলারা সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে, বাবু খাজানা পাঠানের কোন উপায় করিলেন না। পথে কেনী এবারে নিশ্চয়ই টাকা লুটিয়া লইবে। তাহার ইচ্ছা এই টাকা লুটিয়া লইলে, যশোহরের খাজানা দাখিল হইবে না। মহাল উঠিবে। যত টাকাই হউক, নিলাম ডাকিয়া খরিদ করিবে। বাবু কোনই জোগাড় করিতেছেন না। কেনা যে দুরন্ত লোক—সে,যাহা মনে করিয়াছে, তাহা করিবেই করিবে। সম্পত্তি নিলামে উঠিলে কি আর রক্ষা আছে? কার সাধ্য কেনীর সম্মুখে নিলাম ডাকে? কোন কোন পাঠক বলিতে পারেন, কথাটা এমন গুরুতর নহে। নোট খরিদ করিয়া ডাকে পাঠাইলেইত হইতে পারিত। সে সময় নোটের চলতি এত ছিল না। ডাক বিভাগের অবস্থাও এত ভাল ছিল না। মহকুমা ব্যতীত গ্রামে গ্রামে ডাক ঘরও ছিল না। টাকারই কারবার। নগদ টাকারই বেশি চলতি।

ভৈরব বাবুর বৈঠকখানা অতি পরিষ্কার। ফরাসের চাদর, বড় বড় তাকিয়ার খোল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাবু বড় একটী তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। সোণা বান্ধান, রূপা বান্ধান হুঁকগুলি ধুতরাঙ্গা...

কলকি, রূপার সরপোস মাথায় করিয়া বৈঠকের উপর বসিয়া আছে গুড়গুড়ীও মজলিসে স্থান পাইয়াছে। ঝাড় আমাদানে বাতি জ্বলিতেছে, দুই একটী দেয়ালগিরীও নারিকেল তৈলে জ্বলিতেছে। ভৈরব বাবু বড় সৌখিন। সঙ্গীত বিদ্যায় মহা পণ্ডিত। প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা হয়। অদ্যাও হইতেছে। প্রধান শিষ্য মাধবচন্দ্র রায় তানপূরা লইয়া, সুরট, মল্লার, খেয়াল ধরিয়াছেন। বাবুর মধ্যম পুত্র দেব বাবু পাখওয়াজ বাজাইতেছেন। পিতার নিকটেই শিক্ষা। অন্যান্য শিষ্য অপেক্ষা পাখওয়াজ তবলায় দেব বাবুর হাত খুব খুলিয়াছে। চমৎকার বোল উৎরিয়াছে। অশ্লিলতা, শ্রুতি-দোষ, দোষভাবাপন্ন কোন প্রকার গান তাঁহার বৈঠকখানায় স্থান পাইবার অধিকার ছিল না।

প্রধান কার্য্য কারক মহাশয় সেলাম বাজাইয়া দণ্ডায়মান হইলে ফরাসের এক পার্শ্বে বসিতে অনুমতি পাইলেন। সে সময় আর খাজানা পাঠানের কথা কহিতে অবসর পাইলেন না। কেনীর চক্রান্তের কথাও বিশেষরূপে বাবুকে বুঝাইয়া বলিতে পারিলেন না। সে দিন বড় জাঁকাল মজলিস্। প্রাচীন [illegible] দিল্লী হইতে বিখ্যাত কালওয়াত খাজা খাঁ আসিয়াছেন। মাধব বাবু [illegible] শেষ করিয়া তানপূরা রাখিলেন। খাজা খাঁ বৃহৎ এক তানপূরা লইয়া, [illegible]আটবার সেলাম বাজাইয়া তানপূরা ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন।

[illegible] খাঁ দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মাথায় সাদা পাগড়ী, দাড়িগুলিও [illegible]পূর্ণ সাদা,—পাগড়ী, দাড়ি আর দণ্ড এই তিনটী সাদা জিনিসেই সকলের দৃষ্টি পড়িতেছে। তানপুরার আড়াল, ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের চেহারায় খাজার সাদা জিনিস কয়েকটী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইতেছে না।

খাজা খাঁ মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গান করিলেন। হুশ বাহার পড়িতে লাগিল। খাজা খাঁও সেলাম বাজাইতে বাজাইতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। কালওয়াতজির গান শেষ হইলে মাধব রায় পুনরায় গান ধরিলেন। রায়জি মাথা মুখ হাত নাড়িয়া গলাবাজী করিতে ত্রুটি করিলেন না। খাজা খাঁ পর্য্যন্ত রায়জিকে বাহবার বাতাসে খুব দোলাইয়া দিলেন। বাঙ্গালীর মুখে বাঙ্গালা দেশে এই প্রথম তানলয় পরিশুদ্ধ গান আজ শ্রবণ করিলেন। রায়জির আনন্দের সীমা নাই। মজলিস্ ভাঙ্গিয়া

গেল। তানপূরা খোলে পূরিয়া কালওয়াতজি বিশ পঁচিশ বার সেলাম বাজাইয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মজলিসের অধিকাংশ লোক বাহিরে আসিল। কার্য্যকারক মহাশয় বসিয়াই রহিলেন। তিনি আর উঠিলেন না।

ভৈরব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন কোন কথা আছে নাকি?

কার্য্যকারক মহাশয় বলিলেন—হুজুর! কেনীর কথাত ক্রমেই বেশি বেশি শুনিতেছি। পথে পথে লোক রাখিয়াছে। গোয়েন্দা রাখিয়াছে। শুনিতে লাটেরখাজানা যশোহরে লইয়া যাইতেই সুযোগ ও সুবিধা মত—দিনে হউক রাত্রে হউক, যে উপায়ে হউক লুটিয়া লইবে। সর্ব্বদা সন্ধানী লোক ঘুরিতেছে। কে কোন্ বেশে কোন্ সুযোগে যে, আমাদের কাজ কর্ম্মের সন্ধান লইতেছে, তাহার কোন সন্ধান পাইতেছি না। অথচ আমরা এখানে যে দিন যে কার্য্য করিতেছি, তাহার খবর প্রতি মুহূর্ত্তে সাহেবের নিকট যাইতেছে। আশ্চর্য্য! এমন লোক কে আমাদের এখানে আসা যাওয়া করে যে, তার কল্যাণে এখানকার কোন কথাই আর গোপন থাকে না—যে পরামর্শ, গুপ্ত মন্ত্রণা করা হয়, অমনই প্রকাশ হইয়া পড়ে। এখন উপায় কি? লাটের দিন অতি নিকট, কোন্ পথে, কি উপায়ে টাকা পাঠাইব? তা কোন উপায় করিতে পারিতেছি না। অন্য কিছু নয়, খাজানার টাকা। কি আশ্চর্য্য কথা! যে পথে টাকা পাঠান সাব্যস্ত করি, অমনি সংবাদ য়া পড়ে যে, সন্ধানীরা সে পথেও ঘুরা ফিরা করিতেছে। সন্ধি পথে সাহেবের গুপ্ত লাঠিয়াল নিয়োজিত হইয়াছে। যে বেশেই হউক, যে ভাবেই হউক তাহারা গম্য পথে বাধা দিবেই দিবে। টাকাও কাড়িয়া লইবে।

ভৈরব বাবু বলিলেন—আমিও সে বিষয় না ভাবিতেছি তাহা নহে। ঈশ্বর রক্ষা করিলে কিছুতেই মা'র নাই। সেই এক মাত্র বল ভরসা। যাহা হউক আগামী পরশ্ব দিবস নিশ্চয় টাকা রওয়ানা করিব। ঈশ্বর রক্ষা না করিলে আর উপায় কি? আমাদের যেরূপ সংসার, আয় হইতে ব্য ভাগই অধিক। খাজানাগুলি মারা গেলে বিষয় রক্ষা করি উপায়ই দেখিতেছি না। লাটের খাজানা যদি স বিপদের এক শেষ দেখিতেছি। কোথা হইতে অ রক কাজেই একবারে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। সর্ব্বস্ব ব সময় পা

ভৈরব বাবু এই সকল কথা বলিতেছেন, এমন সময় দুই জন বাহক বড় বড় দুইটী ঝাঁকা পূর্ণ, নূতন হাঁড়ী মাথায় করিয়া বৈঠক খানার মধ্যে উপস্থিত; ভৈরব বাবু তাহাদিগকে দেখিয়াই—উঠিলেন, এবং কার্য্যকারক মহাশয়কে বলিলেন রাত্রও অধিক হইয়াছে। খাজানা পাঠানের সমুদয় বন্দবস্ত কাল করিব। আপনি বিশ পঁচিশ জন ভাল ভাল লোকের জোগাড় করিয়া রাখি-বেন। এই কথা বলিয়াই বাবু বাহকদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া বৈঠকখানা হইতে চলিয়া গেলেন।

একবিংশ তরঙ্গ।

খাজানার চালান।

রাত্র প্রভাত হইবার বেশি বিলম্ব নাই। চোক্‌গেল পাখী জগতের পাপ তাপ সহিতে না পারিয়া চোক্ গেল চোক্ গেল করিয়া রব করিতেছে। কেনীর গোয়েন্দা ছদ্মবেশে তখনও ঘুরিয়া ঘুরিয়া সন্ধান লইতেছে। গোয়েন্দা একজন ফকীর একজন বৈরাগী। যেখানে যাঁহার সহিত কেনীর শত্রুতা বিবাদ সেইখানেই গোয়েন্দা, সেইখানেই গুপ্ত সন্ধানী। সেইখানেই তাহা-দের গমন। ফকীরকেও লোকে ভক্তি করে, বৈরাগীকেও শ্রদ্ধা করে, ভি[illegible] দেয়। ফকীর বৈষ্ণবের প্রতি কাহারও কোন প্রকারের সন্দেহ হইতে [illegible] না। বিশেষ গ্রাম্য জমিদার—তায় আবার বহুকালের কথা। সেকাল আর একাল অনেক প্রভেদ। দেউড়িতে নেগাহবান থাকিলেও প্রবেশ প্রস্থানে তত মনোযোগ নাই। বেশি কড়া কড়ী আঁটা আঁটী নিয়মও নাই। অনায়া-সেই বাহির আঙ্গিনায়, পূজার প্রাঙ্গণে—ইচ্ছা করিলে অন্দর খণ্ডেও ফকীর বৈষ্ণব যাইতে পারে। কোন বাধা নাই।

[illegible] গোয়েন্দা যে সংবাদ পায়, সুযোগ মত অনুচর, সহচর, সঙ্গীলোক দ্বারা [illegible] পাঠায়। এখন ভৈরব বাবুর বাড়ীতে বৈরাগী বাবা [illegible] ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধান লইতেছেন। ইতি পূর্ব্বে [illegible] ঐ ঠাকুর, বাবুর বাড়ীতে যাইয়া ভিক্ষা আনিয়াছেন। [illegible] ঈশ্বর অ[illegible]ন্দর মহলে গিয়াও দুই একটী গান শুনাইয়া

পাড়ার ছেলে মেয়ে একত্র করিয়া ভিক্ষা করেন। আজ বৈরাগী শেষ নিশিতে উঠিয়া তিলক চন্দন, ফোঁটা কাটিয়াছেন, গায়ে হরিনামের মার্কা মারিয়াছেন। করতাল বাজাইয়া হরিনাম করিতে করিতে ভৈরব বাবুর বৈঠকখানার সম্মুখ হইয়া চলিয়া যাইতেছেন। এবং তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেছেন।

দেখিলেন যে বাবু অন্দর মহল হইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে ৭। ৮ জন ভারী বাঁক ঘাড়ে করিয়া বাহির হইল। বাঁকের দুই দিকে তোড়া বোঝাই। দেখিতে অল্প, কিন্তু খুব ভারী। বাঁকবাহকের ঘাড়ে দুলিয়া পড়িয়াছে। দেউড়ীর পরেই সদর দরজায় আসিলে আট জন দেশওয়ালী ঢাল তরবারী বান্ধা, গোঁপে তা দেওয়া বড় বড় পাগড়ী মাথায় বান্ধা—ভারীদিগকে মাঝে করিয়া ছাতি ফুলাইয়া আগে পীছে চলিল। বাড়ীর বাহির হইলেই ভৈরব বাবু বৈঠকখানায় আসিলেন। বৈরাগীও প্রভাতী গাইতে গাইতে অন্য আর এক বাড়ীতে চলিয়া গেল।

সূর্য্যোদয় হইতে হইতে দেশওয়ালীরা ভারীসহ গ্রামের বাহির হইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল। বৈরাগীও অন্য আর এক পথ দিয়া তাহাদের সঙ্গী হইল। দেশওয়ালীরা সকলেই বৈরাগীকে চিনিত। মনিব বাড়ীতে প্রায়ই দেখিয়াছে। বিশেষ আসিবার সময়েও প্রভাতে প্রভাতী গাইতে শুনিয়াছে।

রাম সিং জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর! এদিকে কোথায় যাওয়া হইবে?"

বৈরাগী হাঁটিতে হাঁটিতে—উত্তর করিতে করিতে চলিল—"বাবাজি! একবার ঝিনদর দিকে ভিক্ষায় যাইব ইচ্ছা আছে।"

রাম সিং বলিল—"আচ্ছা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চল। এ পথে একটু ঘুরা হইবে, তা হ'ক এক সঙ্গে সকলেই কথায় বার্ত্তায় যাইব।"

বৈরাগী বলিল—"বাবা! আমি ভিখারী, এক মুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াই। তোমরা বাবা বড় লোকের চাকর, তোমাদের সঙ্গে যাওয়া আমার সাধ্য নাই। আমি যে কত দিনে যাইব তাহারও ঠিক নাই। ভগবান যে পথে লইয়া যাইবেন সেই পথেই যাইব।

রাম সিং বলিল—"আচ্ছা ঠাকুর আজিকার দিন ত একত্রে যাই।" নানা কথায় এবং কথার উত্তর প্রত্যুত্তর, অপর কথা, উড়তি কথা, বাজে আলাপ করিতে করিতে সকলেই যাইতে লাগিল। সকলেই একদম খুব হাঁটিলেন।

হাঁটিতে হাঁটিতে রৌদ্রের উত্তাপে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া রাস্তার পাশের একটী বট গাছ তলায় সকলেই দাঁড়াইলেন। হাঁফ ছাড়িলেন। ভারীগণ ভার নামাইয়া গামছায় বাতাস খাইতে লাগিল। কেহ কেহ আবশ্যকীয় কার্য্য করিতে গেল। রাম সিং প্রভৃতি নেগাহবান মাটিতে বসিয়া কান্দের ঝোলান বাটুয়া বাহির করিয়া খর্সান তামাকে চুণ মিসাইয়া হাতের তালুতে অঙ্গুলি দ্বারা টিপীতে লাগিল। কেহ গাঁজার ডাঁটা বাহির করিয়া কাটা ছেড়ায় মন দিল, বৈরাগী ভিক্ষার ঝুলী নামাইয়া গৌর নিতাই হরি বোল শব্দে শ্রান্তি দূর করিল।

রাম সিং বলিল—"বাবাজি ত্বরিতানন্দ সেবা হবে কি ?"

বৈরাগী বলিল "না বাবা, আমি ও সকল আনন্দে আনন্দিত নই। পেটের ভাত জোটাইতে পারি না, তার উপরে আবার আনন্দ করবো।"

"আচ্ছা বাবা! আনন্দ নাই কল্লে, একটী গান কর শুনি। বেশ ছায়ায় বসিয়াছি। বড় জোরে এই তিন কোস পথ হাঁটিয়া আসিয়াছি, বড়ই মেহানত হইয়াছে। বাবাজি! একটী গান গাও শুনে মনটা স্থির করি।"

রাম সিং প্রভৃতিরা খুব দোম্ কসিয়া ত্বরিতানন্দের সেবা করিল। চক্ষু লাল হইয়া উঠিল। দুই একবার কলিকা ফেরা ঘোরার পরেই পুনরায় রাম সিং, বৈরাগীকে গান করিবার অনুমতি করিলে, বৈরাগী ঝোলা হইতে খঞ্জনী বাহির করিয়া চাটি দিয়া গান আরম্ভ করিলেন। রাম সিং না বলিলেও বৈরাগী বাধ্য হইয়া গান ধরিত। সুযোগ পাইতে ছিল না বলিয়া ক্ষান্ত ছিল।

বৈরাগী খুব বড় সুরে গাইতে লাগিল—

"ওরে কল্লি কি বিশথা, একবার এনে দেখা,
মলেম মলেম প্রাণে না হেরিয়া বাঁকা।
আমরা ত জানিনা তোরাইত জানালি,
এমন সরল প্রেমে কেন গরল মাখালি,"—

ইত্যাদি—রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামেই বৈরাগীর গলার আওয়াজ প্রবেশ করিল। ছোট বড়, ছেলেমেয়ে কেহ অৰ্দ্ধবসন, কেহ শূন্যবসনে আসিয়া গাছতলায় যাইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু দশ বারজন লালপাগড়ীওয়ালা ঢাল

তরবার বান্ধা সেপাই দেখিয়া একটু দুরে দাঁড়াইল। একবারে গা ঘেঁসা হইয়া নিকটে আসিল না। দূরে দাঁড়াইয়া বৈরাগীর গান শুনিতে লাগিল। একটী গান শেষ হইতে না হইতেই রাম সিং পাঁড়ে পুনঃ অনুরোধ করিল, বাবাজি! দোসরা আর একটী গান হউক। খুব ভাল গান।

বৈরাগীর অভিলাষ এখনও পূর্ণ হয় নাই। যে উদ্দেশ্যে উচ্চৈঃস্বরে গান—এখনও তাহা সফল হয় নাই। মহাব্যস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিতেছেন। ক্রমে গ্রামের অনেকে বটতলায় আসিয়া গান শুনিতে লাগিল। বৈরাগীও চারিদিক তাকাইয়া গান গাইতেছেন। তিনি যে মুখ দেখিতে ইচ্ছা করেন, সে মুখ দেখিতেছেন না। কাজে কাজে গানও থামিতেছে না। দেখিতে দেখিতে ঐ জনতার মধ্যে মনোমত রূপ দেখিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল। তাড়াতাড়ি সে গানটী সারিয়া নূতন তালে আর একটী নূতন গান ধরিলেন—

গান।

"তোমরা যাও সবাই এখন ঘরে ফিরেরে।
আমি যাইরে, ওরে এসেছি এই ভবে একা, একা যেতে হলরে।"

—কেহই ফিরিয়া গেল না। একমনে বৈরাগীর গান শুনিতে লাগিল। তবে একজন ফকীর ঐ গোলের মধ্যে দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিল, সে তখনই চলিয়াগেল। আর দাঁড়াইল না। ত্রস্তপদে জনতা ভেদ করিয়া রাস্তার বামপার্শ্বে নামিয়া গ্রাম ধরিল। বৈরাগী দুই তিন বার গানটী আওড়াইয়া যখন দেখিল ফকীর সম্পূর্ণরূপে চক্ষের আড়াল হইল—গান ভঙ্গদিয়া খঞ্জনী ঝোলায় বন্ধ করিলেন।

রাম সিং সঙ্গীদিগকে—বাহকদিগকে বলিতে লাগিল—"চল্ ভাই চল্ খুব ঠাণ্ডা হুয়া, আবার চল দেখি কত দুর যাইতে পারি।" ভারীরা ভার ঘাড়ে ঝুলাইল। দেশওয়ালীরাও পূর্ব্ব মত ভারীদিগের অগ্র পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। বৈরাগী বাবাজিও জোরে জোরে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন।

———০———

১১৯

দ্বাবিংশ তরঙ্গ।

আশ্চর্য্য ডাকাতী।

পাংশা গ্রাম হইতে যশোহর জেলা অন্যূন ৩৫ ক্রোশ ব্যবধান। পাংশা হইতে যে সময়ই কেন রওনা হউক না যশোহরে যাইতে তাহাকে পথে এক রাত্রি প্রবাস থাকিতেই হইবে। ভৈরব বাবুর আর একটী কাছারী পাংশা হইতে ১৪।১৫ ক্রোশ ব্যবধান। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রাম সিং পাঁড়ে প্রভৃতি টাকা লইয়া কাছারীতে উপস্থিত হইল। কাছারীর কার্য্যকারক ভৈরব বাবুর উপদেশপূর্ণ পত্র পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। কেনী টাকা লুটিয়া লইবে তাহাও পত্রে লিখাছিল। কর্ম্মচারী টাকার তোড়াগুলি স্বহস্তে অতি সাবধানে কাছারীগৃহের মধ্যস্থ বড় একটী সিন্দুকে রাখিয়া তালা চাবি ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া চাবি বন্ধ করিলেন। টাকার শব্দ না হয় বলিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত সিন্দুকে তোড়া বোঝাই করিলেন। এবং সকলকেই বলিলেন, এক রাত্রি কষ্টে শ্রষ্টে সকলকেই জাগিয়া থাকিতে হইবে। সাবধানের মার নাই, অসাবধানে শতবিঘ্ন। অদৃষ্টে যাহাই থাকুক আজ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতে হইবে। তোমরা সকালে সকালে আহারাদির জোগাড় করিয়া আহার শেষ করিয়া আইস। কাছারীর নেগাহবানগণকেও নাএব মহাশয় বিশেষ সাবধান করিয়া দিলেন যে, তোমরাও শীঘ্র শীঘ্র আহার করিয়া আসিবে। আজ রাত্রি বড় ভয়ানক রাত্রি। বড় সাবধানে—বড় সতর্কে থাকিতে হইবে। আর অতিরিক্ত যে কয়েকজন লোককে রাখা হইয়াছে তাহারাও মায় হাতিয়ার, সড়কি, লাঠী, সুলফী লইয়া সমস্ত রাত্রি বাঁধা কোমরে থাকিয়া পাহারা দিবে। আমিও তোমাদের সঙ্গে জাগিয়া থাকিব। এই সকল বিলি বন্দবস্ত করিয়া নাএব মহাশয় দেশওয়ালী বরকন্দাজদিগের আহারের জোগাড় করিয়া দিলেন। রাম সিংহের অনুগ্রহে বৈরাগী ঠাকুরও চাউল, দাউল, তরকারী ইত্যাদি আহার্য্য সামগ্রী প্রাপ্ত হইলেন। সকলেরই আহারের সুব্যবস্থা নাএব মহাশয় করিয়া দিলেন। বৈরাগী আহার অন্তে নাএব মহাশয়ের নিকট আসিয়া পরিচিত হইলেন। নাএব মহাশয় স্বয়ং টাকার সিন্দুকের উপর শয্যা রচনা করিয়া হুঁকা হাতে করিয়া বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।—

বৈরাগী ঠাকুরকে সিন্দুকের নিকট বসাইয়া ধর্ম্ম কাহিনী শ্রবণ করিতে মন দিলেন। ধর্ম্ম কথার পর হরিগুণ গান শ্রবণে নাএব মহাশয়ের নিতান্তই ইচ্ছা হইল। বৈরাগীকে বলিলেন বাবাজি! আমি রাম সিংহের নিকট শুনিয়াছি আপনার শ্যামা বিষয় সংকীর্ত্তনে বেশ ক্ষমতা আছে। যদি সত্য হয় তবে শুদ্ধ শুদ্ধ বসিয়া রাত্রিজাগরণ অপেক্ষা আমোদে থাকা মন্দ কথা নয়। ঈশ্বরের নামও হইবে। পাহারার কার্য্যও চলিবে।

বৈরাগী বলিলেন—"বাবাজি কথাটা ভালই শুনালেন, কিন্তু—বলি কি রাত্রি জাগরণটা বড় ভয়ানক কথা। আর এই সকল সিপাই বাবাজিরা সারাদিন হাঁটিয়া যে পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছে; এখন কি আর জাগরণের সময়? যেই বিছানায় পড়িবে অমনি ঘুমাইবে।"

নাএব মহাশয় বালিশে ঠেশ দিয়া তামাক টানিতেছেন আর বাবাজির সহিত আলাপ করিতেছেন। নাএব মহাশয়ের অনুরোধ বাবাজি ঠেলিতে পারিলেন না। খঞ্জনী বাহির করিয়া আরম্ভ করিলেন। খঞ্জনীর চাটীর শব্দ অনেক দূর যাইয়া ফকীরের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। রাত্রের শব্দ দিন অপেক্ষা বহু দূরে যাইতে লাগিল। বৈরাগী অনেকক্ষণ খঞ্জনী বাজাইয়া গান আরম্ভ করিল।

গান।

"আয়মা সাধন সমরে।
দেখ্‌বো মা হারে কি পুত্র হারে॥
অশ্বারোহন করিয়ে কালী সাধন রথে, তপ জপ দুটো অশ্ব যুতে তাতে,
দিয়ে জ্ঞানধনুকে টান, ভক্তি ব্রহ্ম বাণ বসেছি ধ'রে॥
মা দেখ্‌বো তোমার রণে, শঙ্কা কি মরণে,
ডঙ্কা মেরে লব মুক্তি ধন—
তাতে রসনা ঝঙ্কারে, কালী নাম হুঙ্কারে,
কার সাধ্য আমার বলে রণ॥
বারে বারে বলে তুমি দৈত্য জয়ী, এই আমার বান এস ব্রহ্মময়ী,
ভক্ত রসিক চন্দ্র বলে, মা তোমারই বলে,
জিন্‌বো তোমারে॥"

গানটী শেষ হইলেই বাবাজি তামাক ইচ্ছা করিয়া নাএব মহাশয়ের হস্তে কলিকা দিলেন। রাম সিং প্রভৃতিরা শরীরের বেদনা তাড়াইতে কসে গাঁজায় দম দিয়া জাগিতে জাগিতে ঘোর নিদ্রায় নাক ডাকাইয়া পাহারা দিতে লাগিল। সর্দ্দারেরা লাঠীখানি বগলে করিয়া "একটু কাৎ হই" বলিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইল। জাগরণের মধ্যে কেবল নাএব মহাশয় আর বৈরাগী বাবাজি! বৈরাগীর মনেও নানা কথা, নাএব মহাশয়ের মনেও নানা কথা,—এবারকার পূজার খরচটা উপরি টাকায় করিবেন মনে করিয়াছিলেন। প্রজারা বাদী হওয়ায় তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বিবাদী প্রজাগণকে কি কি কৌশলে জব্দ করিবেন সেও এক প্রধান চিন্তা। যে জমা খরচটা সদর কাছারীতে দাখিল করিয়াছেন,তাহার সমুদয় খরচ মুজরা পাইবেন কিনা, সেও এক প্রধান চিন্তা। তাহার নেয্য খরচ এক ভাগ, আর তিন ভাগই মিথ্যা। অনেক ফর্দ্দে ঠিক নামাইতে বেঠিক করিয়াছেন। কোন স্থানে শূন্য বেশী করিয়া দিয়া নামাইয়া রাখিয়াছেন। কিছু কিছু বাজেয়াপ্ত হইলেও আসলে মার নাই। সদরের আমলাগণকেও রীতি মত রূপচাঁদ সহায়ে সেলাম বাজাইয়া আসিয়াছেন। সময় সময় পাঁঠা, ঘৃত ইত্যাদি দিয়াও তাঁহাদের মনযোগাইয়াছেন। বাবুর চক্ষে পড়িলে ধরা পড়িবেন, এইটী মহাচিন্তা। তাহার পর কেনী সাহেব যে কাছারী লুট করিয়া লাটের খাজানা লুটিয়া লইয়া যাইবে, সে চিন্তাটাই বেশী চিন্তা। লুটিবে কথায় চিন্তিত হন নাই। লুটিলেও ভাল, না লুটিলেও ভাল। যদি লুটই হয়,তবে লুটের বাহানায় কিছু কিছু সরাইয়া আত্মসাৎ করিবেন। কোন কোন জিনিস, এবং নগদ তহবীলের সমুদয় সরাইবেন কি কিছু রাখিবেন ও কাগজপত্রগুলা একেবারে পোড়াইয়া ফেলিবেন কি জলে ডুবাইবেন, তাহাও স্থির করিতে পারেন নাই। লুট হইলেই ভাল। আরও কিছু লাভ না হয়, মোকদ্দমা খরচে বেশ এক হাত মারিতে পারিবেন।

পুনরায় বৈরাগী বাবাজিকে বলিলেন বাবাজি! গানটী বড় চমৎকার! আর একবার গানটী হক্। গানটী বড় মিষ্টি।

যত রাত শেষ হইতেছে, ততই বৈরাগীর চিন্তা বাড়িতেছে। সহযোগী ফটীক (ফকীর) কুঠীতে গিয়া টাকা রওয়ানা-সংবাদ সময় মত সাহেবকে দিতে পারিয়াছে কিনা? এ কথাও তাঁহার চিন্তার এক কথা। পুনর্ব্বার খঞ্জনীতে

ঘা দিয়া "আয় মা সাধন সমরে" বলিয়া প্রথম ধুয়া ধরিতেই হো হো শব্দে লাঠীয়ালেরা মসাল জ্বালিয়া ডাক ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে কাছারী ঘরে আসিয়াই নাএব মহাশয়কে চক্ষের পলকে বাঁধিয়া ফেলিল। বৈরাগী বাবাজি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিল যে ঐ সিন্দুক। সঙ্কেত করিবা মাত্র কুঠরাঘাতে সিন্দুক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। সিন্দুকস্থ টাকার তোড়া লাঠীয়ালেরা বাহির করিয়া সঙ্গিয় বাহকগণের মাথায় দিয়া ডাক ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে কাছারী ঘরের বাহির হইয়া পঞ্চাশ জন সর্দ্দার সঙ্গে দিয়া টাকা কুঠীতে পাঠাইয়া দিল। অবশিষ্ট দুই শত লাঠীয়াল কাছারীর অন্য অন্য ঘরের জিনিস পত্র লুট পাট করিয়া লইতে লাগিল। রাম সিং প্রভৃতি সর্দ্দারদিগকে লাঠীর আঘাত সড়কির গুতায় জাগাইয়া তুলিল। সকলেই নিদ্রার ক্রোড়ে অচেতন। গুতা খাইয়া থতমত হইয়া উঠিয়া পড়িল। কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারিল না। বাবাজি ঘরের সকল জিনিস জোরে জোরে বাহির করিয়া আনিয়া লাঠীয়ালদিগের সম্মুখে রাখিতে লাগিল। কাছারী লুট করিয়া লাঠীয়ালেরা দলবদ্ধ হইয়া কাছারীর সম্মুখ সীমায় মসাল জ্বালিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া ডাক ভাঙ্গিতে লাগিল। কাছারীর কোন লাঠীয়াল আর অগ্রসর হইল না। কে কোথায় পালাইয়াছে তাহার সন্ধান নাই। সাহেবের লাঠীয়ালেরা অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ এবং গালী গালাজ দিয়া মশাল জ্বালিতে জ্বালিতে চলিয়া গেল। শেষে রাম সিং, হনুমান সীং বেত বোন হইতে বাহীর হইয়া "ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া" করিয়া নাএব মহাশয়ের বন্ধন দশা মোচন করিল। আর আর সকলে যাহারা পালাইয়াছিল, কেহ লাঠী, কেহ সড়কি হস্তে আসিয়া মহা ধুমধাম আরম্ভ করিয়া দিল। কোথা গেল, সাহেবের লাঠীয়ালরা কৈ? এক চোটে ফএর করিব। কৈ কোথা গেল বলিয়া আপন আপন মর্দ্দানী দেখাইতে লাগিল।

নাএব মহাশয়ের মুখে কথাটী নাই। তাঁহার নিজের বাক্স, পেট্রা, থালা, ঘটী, বাটী যাহা ছিল সকলি গিয়াছে। দেখিলেন বৈরাগীর ঝোলা, খঞ্জনী সকলি পড়িয়া আছে। নানা প্রকার মতলব পরামর্শ আঁটিতে আঁটিতে পূর্ব্ব দিক ফর্সা হইয়া প্রভাত বায়ু বহিতে লাগিল। ভৈরব বাবুর কাছারী লুট এই পর্য্যন্ত শেষ হইল।

ত্রয়োবিংশ তরঙ্গ।

টাকা ময়—খাপরা।

রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। সাহেবের লাঠীয়ালেরা যে পথেই চলিল, সূর্য্যদেব সকলকেই দেখাইলেন যে, ভৈরব বাবুর কাছারী লুট করিয়া ১৪ তোড়া টাকা লইয়া ১৪ জন মুটীয়া এবং ঢাল সড়কি কমর বান্ধা লাঠীয়ালেরা ত্রস্তপদে মার মার কাট কাট শব্দে পথ জাঁকাইয়া চলিয়াছে। যে দেখিতেছে সেই বলিতেছে যে, ভৈরব বাবুর সর্ব্বনাশ হইল।—লাটের খাজানা লুট! আর সর্ব্বনাশের বাকি কি? হঠাৎ এত টাকা এই কদিন মধ্যে কোথা হইতে জোটা-ইয়া বিষয় রক্ষা করিবেন! লাটের দিন কি ভয়ানক দিন। রাজকর আদায়ের এমনি কড়া নিয়ম, যে সূর্য্য অস্ত হইলেই দফা রফা, কার্য্য শেষ। জমীদারী নিলাম—নিলাম ত সত্য সত্যই নিলাম। আর দেয়কে, আর পায় কে? কিস্তি মত টাকা দাখিল না হইলে কিছুতেই আর রক্ষা নাই।—হাজার হউক বেলাতী বুদ্ধি সে বুদ্ধির কাছে বাঙ্গালী বুদ্ধি কোনই কাজের নহে। ধন্য কেনী। কি কৌশলে কি সন্ধানে টাকাগুলি হস্তগত করিল। এমন কৌশলে ধন্য! ধন্য তোমার সাহস।

কেনী শোক, তাপ, বিরহ, বিচ্ছেদ নানা প্রকার মন কষ্ট ভোগ করিয়া শেষকালে বাঙ্গালীর উপর চটিয়া গিয়াছেন। হাড়ে চটিয়াছেন। বাঙ্গালীর নামেই জলিয়া উঠেন। চক্ষের শূল মনে করেন। লাঠীয়ালদিগকে ভাল না বাসিয়া পারেন না বলিয়া মুখে ভাল বাসা জানান। কার্য্যেও দেখান যে, তোমরাই আমার সকল। বাঙ্গালীর কথায় কার্য্যে আর তাঁহার বিশ্বাস নাই। বিশ্বাসতরুর মুলে তাঁহারই ভালবাসা জকি—বিষবারী সিঞ্চন করিয়া বিষময় ফল ফলাইয়া গিয়াছে। তাহাতেই এত চটা। কেনীর অদৃষ্টচক্রের গতি ক্রমেই উর্দ্ধে। যে কার্য্যে হাত দিতেছেন, তাহাতেই প্রতুল হইতেছে। নীল, রেসমে বিস্তর আয় হইতেছে। জমিদারীতেও বেশ লাভ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দিন দিন উন্নতি—দিন দিন মজুদ টাকার সংখ্যা বৃদ্ধি। চারি-দিক হইতে টাকা—যখন টাকা আসিতে থাকে তখন চারদিক কেন, দশদিক হইতে বিশ প্রকারে টাকা আসিতে থাকে।

সন্ধ্যা নিকট। কেনী ফুলবাগানে মেম সাহেবের সঙ্গে বাগানের শোভা, কালীগঙ্গার শোভা, সায়ংকালীন্ সেই প্রকৃতির শোভা দেখিয়া মনপ্রাণ শীতল করিতেছেন, আর উভয়ে—হাত ধরাধরি করিয়া পরচক্ষে প্রণয়ভাব গাঢ়রূপে দেখাইয়া মৃদুমন্দ ভাবে মনের আনন্দে পা-চারি করিয়া বেড়াইতেছেন। এমন সময় ফকীর গোয়েন্দা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া সেলাম বাজাইয়া বলিল—"হুজুর! বক্‌শিশ চাই।"

সাহেব বলিলেন—"বকশিশ পরে দিব, খবর কি?"

"হুজুর! বকশিশের হুকুম হউক, কাজ ফতে হইয়াছে। বাবুর ভুর ভাঙ্গিয়াছে। বাঙ্গালারাজ্যে এমন কোন লোক নাই যে, হুজুরকে ঠকায়। মামলা, মোকদ্দমা, লাঠী বাজী, এর একটীতেও হুজুরকে কেহ পরাস্ত করিতে পারিবে না। বাবুর কাছারিতে ১৪ তোড়া পাওয়া গিয়াছে। আমাদের লাঠীয়াল সর্দ্দার নিকট বাবুর লোকজন মাথা তুলিয়া একটা কথা বলিতেও সাহসী হইল না। কে কোথায় পালাইল তাহার খোজ খবর পাওয়া গেল না। ফটীকের কথা শেষ হইতে না হইতে লাঠীয়ালগণ শোর গোল করিতে করিতে পাঁয়তারা করিয়া লাঠী ভাঁজিতে ভাঁজিতে, ১৪ তোড়া টাকা সহ সেলাম বাজাইয়া বকশিশের প্রার্থনায় সাহেবের সম্মুখে কাতার বান্ধিয়া দাঁড়াইল। সাহেব ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা বকশিশের হুকুম দিলেন। আরও বলিলেন "দেখ ভৈরব বাবু বড় চতুর। ওসকল তোড়াগুলি এখনি জ্বালাইয়া ফেলিতে হইবে। টাকা আমার সম্মুখে ঢালিয়া তোড়াগুলি জ্বালাইয়া ফেল। আর এ টাকা খাজাঞ্চী খানায় লইয়া দেও।" আদেশ মাত্র তখনি রামইয়াদ পাঁড়ে গায়ের বড় চাদর মাটিতে বিছাইয়া টাকার তোড়া একে একে নামাইয়া মুখ খুলিতে লাগিল। সহজে খুলিতে পারিল না। বড়ই কৌশলে বাঁধা এবং লা-বাতী দিয়া মুখ আঁটা। তোড়ার মুখের দড়ি কাটিয়া সাহেবের সম্মুখে ঢালিল। সাহেব দেখিয়া অবাক্। তাড়াতাড়ি অন্য একটী তোড়ার মুখ কাটিয়া খোলা হইল, তাহাতেও অবাক্। ক্রমে ১৪টী তোড়ার মুখ খুলিয়া টাকা ঢালা হইল। কাহার মুখে কথা নাই। চতুরের চাতুরী—আশ্চর্য্য বাটপাড়ী! একটী তোড়াতেও টাকা নহে। সমুদয় খাপরা।—আর এক দলা করিয়া সীসা। ভৈরব বাবুর চাতুরীতে কেনীর মাথা ঘুরিয়া গেল।

পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি ভিন্ন মুখে কাহারই কোন কথা নাই। লাঠীয়াল-দিগের উৎসাহ—বক্‌শিশ সকলি খাপরায় পরিণত হইল। কেনী বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন ;—ভৈরব বাবু বড় ঠকাইয়াছে। বাঙ্গালীর মাথায় এত বুদ্ধি, ইহা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। সাহেব মাথা হেঁট করিয়া এক দুই পায়ে প্রিয়তমার হাত ধরিয়া কামরায় ঢুকিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, ছালাগুলি নদীতে ফেলিয়া দেও। রামইয়াদ পাঁড়ের চাদর পাতাই সার হইল। খাপরা সমেত তোড়া ১৪টা কালীগঙ্গায় বিসর্জ্জন করা হইল। তিন দিবসের মধ্যে সাহেব ঘর হইতে বাহির হইলেন না।

ভৈরব বাবু ছাড়িবার লোক নহেন। ইংরেজ দেখিয়া ভীত হইবার পাত্র নহেন। রীতিমত রাজদ্বারে কাছারী লুটের নালিস উপস্থিত করিয়া দিলেন। প্রমাণের অভাব হইল না। কাছারী লুট, ১৪ তোড়া টাকা লুট,—একথার প্রমাণ সহজেই হইয়া গেল। কেনীর পক্ষীয় কয়েকজন লোকের বিশেষ শাস্তি হইল। কিন্তু ভৈরব বাবু তাহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। ১৪ হাজার টাকার দাবিতে আদালতে নালিস উপস্থিত করিয়া মায় খরচা সমুদয় দাবি ডিক্রী করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ তরঙ্গ।

বাঙ্গালীর হৃদয়।

কিছুদিন পরে যশোহরে সদরআলার এজলাসে ভৈরব বাবুর সহিত কেনীর দেখা হয়। যদিও কেনী বড় লোক। বিস্তর টাকা। কিন্তু খাপ-রার পরিবর্ত্তে—১৪ হাজার টাকা নগদ দিতে কাহার না কষ্ট বোধ হয়? কেনীর ইচ্ছা যে আপোষে নিষ্পত্তি হয়। খরচাটা লইয়া বাবু দাবীর টাকা ছাড়িয়া দেন—এই কেনীর আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু কোন্ মুখে একথা বলি-বেন। হাকিমের সম্মুখে, এজলাসের মধ্যে কেনী ভৈরব বাবুকে দেখিয়া বলিলেন।—

"তুমি বাবু বড় জুয়াচোর। খাপরা দিয়া তোড়া পুরিয়া ১৪ হাজার টাকার দাবী করিয়া ডিক্রী করিয়াছ।"

ভৈরব বাবু বলিলেন—"আমি জুয়াচোর, তুমি গোরু চোর!" কথা দুইটী পথিকের কল্পনা প্রসূত নহে। হাকিমের সম্মুখে ভৈরব বাবু ও কেনীর কথা-প্রসঙ্গ আজ পর্য্যন্ত ঐ অঞ্চলে সাধারণের মুখে চলিয়া আসিতেছে। ভৈরব বাবু কেনীকে শুদ্ধ গোরু চোর বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। আরও বলিলেন—"দেখ তুমি আমাদের দেশের রাজা! দেশের লোকে তোমাকে ভয়েই হউক, আর ভক্তিতেই হউক, রাজার তুল্য মান্য করে। আমাদের দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া কিছু টাকা উপার্জ্জন করিবে, এই ত তোমার ইচ্ছা! তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাহা না করিয়া তুমি আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছ। যাহা যাহা করিয়াছ, এদেশের লোকে তাহা কখনই করিতে পারে না। দয়া, মায়া, ধর্ম্ম, এবং হৃদয় হইতে তাহারা বঞ্চিত নহে। তুমি দেশের গোরু চুরি করিয়া কৃষিপ্রজার সর্ব্বনাশ করিয়াছ। তোমার নিকটস্থ জমিদার, তালুকদারের যথাসর্ব্বস্ব লইয়াও তোমার উদর পরিপূরণ হয় নাই। এখন দূরস্থিত তালুকদার, জমিদারের সর্ব্বস্ব লইয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিবে ইহাই তোমার আন্তরিক ইচ্ছা। তুমি এদেশে আসিয়া কত পাপের কার্য্য করিয়াছ, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি? কত সতীর সতীত্ব নাশ, কত শত প্রজার যথাসর্ব্বস্ব হরণ, ঘর জ্বালানী, দিনে রাত্রে ডাকাইতি, নিরপরাধে দণ্ড, এসকল তোমার অঙ্গের ভূষণ। সকল ধর্ম্মে যে কার্য্য পাপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে,তাহার একটীও তুমি বাকি রাখ নাই। তুমি ইংরেজ জাতীর পাপ-কণ্টক। তোমার মত ইংরেজকে শতধিক! আমি খোলা খাপরায় তোড়াবন্দী করিয়া টাকা বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তাহা স্বীকার করি। তুমি ভাবিয়াছিলে যে বাঙ্গালা দেশে লোক নাই, বাঙ্গালায় মানুষ নাই। এ রত্নগর্ভা ভারতভূমীর বঙ্গখণ্ড কেন? যে খণ্ডে যাইয়া সন্ধান করিবে, তোমার পক্ষে কাল-ভৈরব স্বরূপ—শত শত ভৈরব—দেখিতে পাইবে। রাজ-শরীর, রাজ-মন, রাজ-চরিত্র, রাজ-নীতিজ্ঞ, রাজ-বুদ্ধি, রাজ-চক্ষু, রাজ-বিবেচনা সংযুক্ত দেহেরই যে অভাব আছে—তাহাও মনে করিও না। আর সকল মস্তকই যে, বিকৃত তাহাও নহে। অনেক মস্তকেই প্রধান প্রধান মন্ত্রীর মস্তক-সদৃশ মজ্জা আছে। মহাবীর মহাবলশালী যোদ্ধার ন্যায় বাহু বলও আছে!—সাহস আছে, হৃদয় আছে। ধরিতে গেলে কি না

আছে? তবে সময় মন্দ হইলে কিছুতেই কিছু হয় না। আজ তোমার নামে গগন ফাটিয়া যাইতেছে। ভয়ে গর্ভিণীর গর্ভ পর্য্যন্ত পাত হইয়া যাইতেছে। খুজিলে তোমার মত নামজাদা লোকই যে এই পরাধীন রাজ্যে না পাওয়া যায় তাহাও নহে। সময় মন্দ, কপাল মন্দ, তাতেই এই দশা।

কেনী বলিলেন—বাবু! "তুমি আমাকে বড় ঠকাইয়াছ।"

বাবু বলিলেন—"আমি তোমাকে ঠকাই নাই। তুমি আমাকে পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলে, আমি ও তোমাকে পরীক্ষা করিলাম। এবং দেখাইলাম ডাল ভাতের গুণ কি? বাঙ্গালীর মাথায় আছে কি?—আমি টাকার প্রত্যাশী নহি। অধর্ম্ম করিয়া টাকা লইয়া আমার কয়দিন যাইবে। তুমি আমার কাছারী লুট করিয়াছ যথার্থ। আমি যদি ঐ কাছারীর পথে সত্য সত্যই খাজানার টাকা পাঠাইতাম, তাহা হইলে তুমি কি করিতে? আমারই টাকা দিয়া আমরই বিষয় খরিদ করিতে—এই ত তোমার মনের কথা।"

কেনী বলিলেন—বাবু! আমি তোমার নিকট ঠকিয়াছি।

ভৈরব বাবু বলিলেন—বেশ তুমি ইংরেজ, তোমার মান্য কোথায় না আছে? আমি বাঙ্গালী, আমার নিকট পরাস্ত স্বীকার করিলে; আমি টাকা পাইলাম। দেখ বাঙ্গালীর হৃদয়ে সাহস আছে কি না! দেখ ভৈরবের হৃদয় আছে কিনা! এই বলিয়া পকেট হইতে ডিক্রীখণ্ড বাহির করিয়া স্বহস্তে ছিঁড়িয়া, কেনীর হস্তে দিয়া বলিলেন—"যাও তোমায় ভিক্ষা দিলাম। ১৪ হাজার টাকার ডিক্রী হইতে তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম।" কেনী মহা লজ্জিতভাবে বিশেষ নম্র ও ভদ্রতার সহিত ভৈরব বাবুর হস্ত ধরিয়া কাছারী গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—বাবু! আমি জানিলাম তুমি যথার্থ বাবু! আমি আর কখনও তোমার সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ করিব না। তোমার সহিত আর আমার কোন দিন কোন কারণে বিবাদ হইবে না, এই প্রতিজ্ঞা করিলাম।"

পরস্পর করমর্দ্দণ করিয়া বিদায় হইলেন। সকলে ভৈরব বাবুর সাহস উদারতা দেখিয়া অবাক হইল! কেনী সেই হইতে জীবিতকাল পর্য্যন্ত ভৈরব বাবুর সঙ্গে বন্ধুত্বভাব বজায় রাখিয়াছিলেন। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

পঞ্চবিংশ তরঙ্গ।

সংসার।

পাঠক! মীর সাহেবকে অনেক দিন হইল গৌরীনদীর গর্ভে সাওতার ঘাট হইতে নৌকায় ভাসাইয়া দিয়াছি। আজিও ভাসিলেন, কালিও ভাসিলেন বলিয়া বিদায় করিয়াছি। তিনি সময় মত সেরাজগঞ্জ যাইয়া ভগ্নীর বাটীতে গিয়াছেন। বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন। এদিকে সা-গোলাম "অছিয়তনামা" আপন মন মত পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন। আর আর যাহা অবশিষ্ট ছিল, যে যে দলীল পরিবর্ত্তন করিতে আবশ্যক হইয়াছিল, সুযোগ পাইয়া সমুদায় দলীল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। সেরেস্তার অন্যান্য কাগজপত্র যাহার যেখানে দোষ ছিল, সমুদায় সারিয়াছেন। প্রধান প্রধান জাল সাজদিগের আশ্রয়ে অর্থের সাহায্যে এ সকল সাংঘাতিক ঘটনা ঘটাইয়া, আট ঘাট বান্ধিয়া দলীল দস্তাবেজ দুরস্ত করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছেন। চাকর চাকরাণীরা অনেক দিন হইতেই তাঁহার বাধ্য হইয়াছে। কাহাকে কৌশলে, কাহাকে অর্থে, কাহাকে তোষামোদে—যাহাকে যাহা দিয়া বাধ্য করিতে হয়, দিয়া আপন মন মত সাজে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। ঘরাও বিবাদে প্রতিবাসী এবং দেশের লোকের বড়ই আনন্দ। লক্ষ্মীশ্রী যাহার চক্ষে সহ্য হয় না, নির্ব্বিবাদে কোন পরিবার একত্র একজোটে থাকা যে, নরাধম দেখিতে পারে না, আপন স্বার্থ জন্য তাহারাই সা-গোলামের সঙ্গে জোগ দিয়াছে। যে পিশাচ ঘরাও বিবাদ বাধাইয়া দিয়া বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করে আদর বাড়ায়, সেই সকল লোকেই সা-গোলামের সাহায্যে দাঁড়ইয়াছে। যাহারা মীর সাহেব নিকট কথনই স্থান পায় নাই তাহারাই এক্ষণে সা-গোলামের পরামর্শদাতা। যে নীচ প্রকৃতির লোকেরা সাঁওতার বাটীর চতুঃসীমায় আসিতে থরহরি কম্পে কাঁপিয়াছে, তাহারাই এক্ষণে সা-গোলামের প্রধান মসাহেব। যাঁহাদের কোন স্বার্থ নাই, তাঁহারাও খোস গল্পের এক অঙ্গ মনে করিয়া সময় সময় আসিতেছেন যাইতেছেন। ঐ সকল কথা লইয়াই তোলাপাড়া করিয়া কাল কাটাইতেছেন। কাহার সর্ব্বনাশ, কাহার পৌষ মাস। কেউ ধনে প্রাণে বিষয় সম্পত্তি হারা

হইয়া পথের কাঙ্গাল হইতেছে। কেহ ঐ ঘটনা লইয়া কত কথায় কত আমোদ মনে করিয়া আমোদে মাতিয়াছে। কেহ "মামার জয়!" মতে মত প্রকাশ করিতেছে। কেহ কেহ সা-গোলামের মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে মৌখিক মীর সাহেবের স্বাপক্ষ হইয়া ছুট কথা বলিয়া অপর পক্ষের উত্তরেই হার মানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া সা-গোলামের মনের মধ্যে যাইতে ঘুরিতেছে। সা-গোলাম নিজেই নাচিতে দাঁড়াইয়াছেন। তাহার পর তোষাম'দে কুকুরের পদ সেবায়—আনন্দে মাতিয়া সকল কথা ভুলিয়া, ঘর ভাঙ্গা লোকের কথায় কান দিয়া, আরও নাচিয়া উঠিয়াছেন। একথা ভাবিতেছেন না, যে জগৎ কয় দিনের! মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া একজনকে ঠকাইলে তাহার প্রতিফল অবশ্যই একদিন না একদিন ফলিবে। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত একদিন হইবেই হইবে। সে পাপ ভোগ একদিন ভুগিতেই হইবে। একপ্রকার গুপ্ত ডাকাতি করিয়া মীর সাহেবকে পথের ভিখারী করিতে বসিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরের মহিমা অপার! যে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় করিয়া দিবেন। কথা চিরকাল থাকিবে। জগৎ যতদিন কথাও ততদিন! হায় রে সংসার!—

দেবীপ্রসাদের মন্ত্রণায় জামাই বাবু সকল কার্য্য দৃঢ়রূপে পাকা করিয়া রাখিতেছেন। শেষ দিনের কথা এখন কিছুতেই মনে স্থান পাইতেছে না। রে মানুষ! রে সংসার! রে বিষয়! রে জমিদারী! রে লোভ! রে জামাই! তোর অসাধ্য কিছুই নাই!

মীর সাহেব ভগ্নীর বাটীতে কয়েক মাস থাকিয়া তাঁহার বিষয়াদির সুশৃঙ্খলা করিয়া বাটী আসিতে মনস্থ করিলেন। ইহার মধ্যে ২।৩ খানি মাত্র পত্র জামাইকে লিখিয়াছেন,—এক খানিরও উত্তর পান নাই। উড় উড় ভাবে কএকটী কথা তাঁহার কানে গিয়াছে—কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে ঘরাও বিবাদ বাধাইয়া দিতে দেশের কতকগুলি লোক বড়ই পটু। এই যুক্তিতেই—মনে কোনরূপ সন্দেহের কারণ হয় নাই! কার্য্য শেষ করিয়া বাটী আসাই মনস্থ করিলেন। ভগ্নীর নিকট সমুদয় কথা ব্যক্ত করিয়া শীঘ্র শীঘ্র বাটী আসাই স্থির করিলেন। নৌকার জোগাড় করিয়া মীর সাহেব সিরাজগঞ্জ অঞ্চল হইতে রওয়ানা হইলেন।

সা-গোলাম শৌলী পর্য্যন্ত লোক রাখিয়াছেন। সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া মীর সাহেবের গুপ্ত সন্ধান গোপনে লইয়া সা-গোলামকে বলিতেছে। সংবাদ আসিল, মীর সাহেব বাটী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। ৩। ৪ দিবস পরেই দ্বিতীয় সন্ধানী আসিয়া বলিল, মীর সাহেব পাবনা পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। বোধ হয় ২। ৩ দিন পাবনায় বিলম্ব হইবে। সেখানে অনেক আলাপী লোক আছে। জেলায় বহুতর লোক। নানা দেশ বিদেশের লোকে পরিপূর্ণ। বিশেষ মুন্সী নাদের হোসেন পাবনা জেলার নাজীর সঙ্গে তাঁহার—বিশেষ বন্ধুত্ব। ২। ৩ দিবস পাবনায় না থাকিয়া আসিতে পারিবেন না।

সা-গোলাম এদিকে ভাল রকমে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মীর সাহেব পাবনা পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। একথা গ্রামের লোক, চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামের লোক, সকলেই শুনিয়াছে। বাটী আসিলে তাঁহার ভাগ্যে যাহা ঘটিবে তাহাও সকলে পূর্ব্ব হইতেই জানিয়াছে। অনেকেই তাঁহার আগমন প্রতিক্ষায় আছে। কিভাবে তিনি পৈত্রিক বশতবাড়ী—পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে তাড়িত হন, সকলেরই তাহা দেখিবার ইচ্ছা। এক দুই করিয়া তিন দিন কাটিয়া গেল। পাবনাতেও জামাই বাবুর সম্বন্ধে মীর সাহেব অনেক কথা অনেকের মুখেই—তাঁহার পূর্ব্ব শোণা কথার ন্যায়—শুনিলেন। মনে কিছু সন্দেহ হইল। কথাটার মধ্যে কিছু সত্যাংশ না থাকিলে এত দূর ছড়াইবে কেন? সাধারণে শুনিবে কেন? সে কথা লইয়া আন্দলনইবা হয় কেন? অবশ্যই কিছু হইয়াছে। অবশ্যই কোন কথা নূতন উঠিয়াছে। অবশ্যই কিছু না কিছু হইয়াছে। নানারূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া পদ্মা পার হইলেন। নৌকা গৌরী স্রোতে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। মাজিরা জোরে দাঁড় টানিতেছে। সন্ধানী লোকেরা প্রতি মুহূর্ত্তে সংবাদ দিতেছে যে, এই পর্য্যন্ত আসিলেন—অমুক স্থান হইতে নৌকা ছাড়িলেন।

মীর সাহেব লাহিনীপাড়া গ্রামের ঘাট ছাড়িয়া সাঁওতার ঘাটের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন যে, বহু সংখ্যক লোক ঘাটে দণ্ডায়মান। মনে মনে ভাবিলেন যাহা শুনিয়াছি তাহা যদি মিথ্যা হয় তবে নিশ্চয়ই সা-গোলাম লোকজন সহকারে আমার অভ্যর্থনা জন্য ঘাটে দাঁড়াইয়া আছে। নৌকা যত নিকটে আসিতে লাগিল, মীর সাহেব ততই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলেন।

দেখিলেন সা-গোলাম আছে, দেবিপ্রসাদ আছে, আরও অনেক লোক আছে। কিন্তু দৃশ্য ভিন্ন, এ দণ্ডায়মানের অর্থ ভিন্ন—ভাব ভিন্ন। লাটী সড়কি, ঢাল, তরবার, বাঁধাকোমর, রুদ্রভাব,—রোষের লক্ষণ। সকলেই দণ্ডায়মান। ডাঙ্গার নিকটে নৌকা ভিড়িতেই উচ্চৈঃস্বরে একজন বলিয়া উঠিল "যদি প্রাণ বাঁচাইতে চাও, যদি মান রাখিতে চাও তবে আর এঘাটে নৌকা ভিড়াইও না। ভাসিয়া আসিতেছ ভাসিয়াই চলিয়া যাও। এঘাটে কোন প্রয়োজন নাই। নৌকা লাগাইবার কোন অধিকার নাই।"

স্রোতস্বতী গৌরীর স্রোতে নৌকা টানিয়া ধরিয়া নৌকার বেগরক্ষা করিতে বা ফিরাইতে কাহারও সাধ্য নাই। মুখের কথায় কেমন করিয়া কুল না ধরিয়া কি প্রকারে অন্যদিকে যাইবে অথবা ফিরাইবে? স্রোতঃ ছাড়াইয়া মন্দস্রোতে নৌকা পড়িতেই দাঁড়ীরা দাঁড় ছাড়িয়া লগী ধরিল। তখন দেবী প্রসাদ পুনরায় বলিতে লাগিল—"এখানে নৌকা ভিড়াইতে পারিবেন না, কেন অপ্রস্তুত হইতেছেন।"

পাঠক! যে জামাই শত হস্ত ব্যবধান থাকিতে সেলামের উপর সেলাম বাজাইয়া শ্বশুরের নিকট ভক্তি প্রকাশ করিত, স্নেহ আকর্ষণের আকর্ষণী ফেলিয়া শ্বশুরের মনকে শতহস্ত দূর হইতে টানিয়া লইত, আজ সেই জামাই স্বয়ং তরবারী হস্তে বুক ফুলাইয়া চক্ষু উলটাইয়া সজোরে দণ্ডায়মান। চাকরের হস্তে বন্দুক। "সেলাম আলায় কমের" নামও মুখে নাই। ইহার পর দেবীপ্রসাদের ঐ কথা। জামাই বাবু এখন পর্য্যন্ত কিন্তু নিরব। আজ কে কাহার অভ্যর্থনা করে? আজ কে মীর সাহেবকে মান্য করে? সর্দ্দার, লাঠিয়াল, এবং অন্য অন্য আরও অনেক হাত সেখানে ছিল, কিন্তু মীর-সাহেবকে সেলাম বাজাইতে আজ কোন হাতই উপরে উঠিল না।

মীর সাহের বুঝিলেন যে গুড়ে বালী পড়িয়াছে। দুধে গোচনা মিশিয়াছে। দেবী প্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৌকা ভিড়াইবে না কেন?"

দেবীপ্রসাদ বলিলেন—"নৌকা লাগাইয়া কি হইবে? নৌকা লাগাইতে আমরা দিব না। আপনি দেখিতেছেন না?"

"কৈ আমিত কিছুই দেখিতেছি না! তোমরা কি আমাকে আগু বাড়-ইয়া লইতে আইস নাই?" তখন জামাই বাবুর মুখে কথা ফুটিল।

সা-গোলাম কর্কশ ভাবে বলিলেন না-না খাতির তওয়াজা করিয়া লইতে আসি নাই। একেবারে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতে আসিয়াছি। এ মাটি তোমার নয়, এ ঘাট তোমার নয়, এ জমিদারী তোমার নয়, এ বাড়ীও তোমার নয়। বড় মীর সাহেব অভাবে সকলি তাঁহার কন্যার—তোমার ইহাতে কোন সত্ব নাই।"

মীর সাহেব হাসিয়া বলিলেন—বাপু! তুমি সুখে থাক! আমি চলিলাম!

জলের উপর থাকিয়াও জামাইয়ের কথায় মীর সাহেব যেন দশ হাত মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। মাঝিদিগকে নৌকা ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন। কোন্ দিকে যাইবেন, কোথায় যাইবেন কিছুই বলিলেন না। গৌরী-স্রোতে নৌকা ভাসিয়া চলিল। সাঁওতার ঘাট ছাড়াইয়া ক্রমে চাপড়াগ্রামের সীমা ধরিল। তখন মীর সাহেব বলিলেন।—ওরে কোথায় যাই?

নৌকা লাগাইতে অনুমতি করিলেন।—আর বলিলেন এপারেই থাকিব না। পাড়ী দিয়া ওপারে যাও। মাঝিরাও নৌকার মুখ ফিরাইয়া দাঁড় ধরিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নৌকা অপর পারে গিয়া চরে ঠেকিল। মীর সাহেব পৈতৃক বাটী, জমিদারী ও জিনিস পত্র ইত্যাদি সমুদয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হইতে আজ সম্পূর্ণরূপে বেদখল হইলেন। তাঁহার চির-সাধের আশাতরী সোনার চাঁদ জামাই, তরবারী হস্তে আজ গৌরী গর্ভে ভাষাইয়া দিয়া সুস্থির হইলেন। হাসি মুখে দল বল সহ বাটী আসিলেন আশা পূর্ণ হইল। কিন্তু চিন্তার ভাগ কিছু বেশী বোধ হইল। অন্য অন্য সকলেই আজিকার এই ঘটনায় মহা দুঃখিত হইলেন। মীর সাহেব কাহারও নিকট এ দুঃখ কাহিনী প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার সেই পূর্ব্ব সাহস, সেই পূর্ব্ব বল, সেই পূর্ব্ব আমোদ, পূর্ব্ব ভাব, সকলি সমভাবে রহিয়া গেল। তিনি প্রায় ছ মাস নৌকায় নৌকায় থাকিয়া নানা স্থান বেড়াইয়া নানা কারণে বাধ্য হইয়া সাঁওতার অতি সংলগ্ন লাহিনীপাড়া গ্রামে মুন্সী জিনাতুল্লার কন্যা বিবি দৌলতন্‌নেসাকে বিবাহ করিলেন। আবার সংসারী হইলেন।

১৩৩

ষড়্বিংশ তরঙ্গ।

দৌলতন্নেসা।

মাননীয়া দৌলতন্নেসা দেখিতে উজ্জল শ্যাম বর্ণা, মধ্যমাকৃতি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ভ্রূ, ললাট, নিখুঁত। সে পবিত্র রূপের বর্ণনা করা পথিকের অসাধ্য। অপরের সহিত তুলনা করিয়া, দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতেও অক্ষম। মুসলমান রমণী মধ্যে অনেক খুঁজিলাম পাইলাম না। হয় ত এ কথায় পাঠক মাত্রেই উদাসীন পথিককে পাগল মনে করিতে পারেন। কি করিবে! পথিকের চক্ষে যদি জগতের কোন রমনীকেই দৌলতন্নেসার সহিত তুলনা করিয়া দেখাইতে না পারে তবে সে কি করিবে? তবে কি উপমা রহিত? না তাহাও নহে। কিন্তু পথিকের চক্ষে বটে। এই সকল কথায় কোন পাঠক ক্রোধে জ্বলিয়া পুড়িয়া যদি এই তরঙ্গ পাট না করেন, আক্ষেপ নাই। কারণ জগৎ পরাধীন, মন স্বাধীন!

পথিকের চিন্তা-পথে কতকগুলি মুসলমান রমনী আসিয়া বিশুদ্ধভাবে দাঁড়াইলেন। ইঁহাদের মধ্যে রাজকন্যা, মহামাননীয় বংশের অতি পবিত্রা, সচ্চরিত্রা, দেবী সদৃশ্যা, রমণী কুলের শিরোমণী মহোদয়াগণও রহিয়াছেন। মহামতি লিথকগণ হস্তে যিনি যে অবস্থায় যে প্রকার কল্পনার চক্ষে পড়িয়াছেন উহার মধ্যে তাঁহারাও অনেকে রহিয়াছেন। কিন্তু পথিকের চক্ষের দোষে, তাঁহাদিগকে যেন কেমন কেমন দেখাইতেছে। উপস্থিত রমণীগণ মধ্যে—অনেকেই পবিত্রা, অনেকেই স্বর্গীয়া রমণী সদৃশা। অনেকেই রূপে গুণে ভুবন বিখ্যাতা। কিন্তু সর্ব্ব বিষয়ে, সর্ব্বাঙ্গিনী সুন্দরী বলিয়া বহু চেষ্টাতেও পথিক আপন মনকে সে কথা স্বীকার করাইতে পারিল না। সে মনে দৌলতন্নেসার রূপই যেন, জগতের আরাধ্যা, পথিক চক্ষে ঐ রূপই যেন সকল রূপের শ্রেষ্ঠা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং তুলনা করিয়া পাঠকগণকে বুঝাইতে সক্ষম হইল না। তবে প্রাচীন কয়েকটী কথা শুনাইয়া উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়াস পাইল বটে, কিন্তু তাহাতে অনেকেই চটিতে পারেন। মহা নিন্দুক, মহাপাপী বলিয়া নানা প্রকার ভর্ৎসনাও করিতে পারেন—করুণ পথিক তাহা সহ্য করিবে। কিন্তু কথা শুনাইতে

ক্ষান্ত হইবে না। যাঁহার যেরূপ মনের গতি, এবং মাথার ক্ষমতা, তিনি সেইরূপ বুঝিয়া লইবেন। যথা—

প্রভু মহম্মদের স্ত্রী, কন্যা, ইহাঁরা মহা পবিত্রা এবং পুন্যবতী! দৌলতন্নেসা তাঁহাদের কিঙ্করীরকিঙ্করী! মুসলমানজগৎ-চক্ষে তাঁহাদের দাসীর দাসী। কিন্তু সপত্নী বাদে, হিংসার আগুণে তিনি মনে মনে জলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়াছেন কিনা তাহা অন্তর্যামী ভগবান ভিন্ন মানুষে কখনই জানিতে পারে নাই। আকার প্রকারে, হাব ভাবেও কখন সে ভাব কেহ দেখে নাই। তাহার সমুজ্জল দৃষ্টান্ত জলন্ত অক্ষরে পরে দেখাইব। আর একটি কথা।

প্রভু মহম্মদের কন্যা মহামান্য হাসেন হোসেনের জননী বিবি ফাতেমা যিনি স্লাম্ জগতে রমণীকুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সকলের মাননীয়া এবং আশ্রয় দাতৃ। তিনিও কিন্তু সপত্নী-বাদ—মহানলকে হৃদয়ে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সে মহাযাতনাসম্ভূত মহাবিষ সে পবিত্র শরীরেও প্রবেশ করিয়াছিল। পয়গম্বরের দুহিতা, এমামের জননী, মহাবীরের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াও (হিংসার কল্যাণে) সে মহাবেগ হইতে মনকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। অনেক সময় বিবি হন্নফার নামে জলিয়া উঠিতেন।

পথিকের পূজনীয়া দেবী, এক মুহূর্ত্তের জন্য শত্রু মুখে, কখনও অপবাদ-গ্রস্থ হন নাই। সে মিথ্যাবাদে অতি অল্প কালের জন্যও স্বামীর মন.হইতে সরিয়া যান্ নাই। ইহাকি কুলস্ত্রীর গৌরবের কথা নহে?—উদাসীন পথিকের কি গৌরবের কথা নহে?

বিবি আয়সা সিদ্দিকা হজরাত মহম্মদের প্রিয়তমা স্ত্রী। শাস্ত্রে বলে হজরাত নুর নবী মহম্মদ, আয়সা সিদ্দিকার বক্ষে পবিত্র মস্তক রাখিয়া জগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। জীবনের শেষ সীমায়, ভালবাসার সম্পূর্ণ চিহ্ন জগতে ভাল করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। সে সময় আয়সা সিদ্দিকার বয়স সবে মাত্র ১৮ বৎসর ছিল। এত অল্প বয়সে পতি পরায়ণা পতিগতপ্রাণা ছিলেন। বদরল আকবরির যুদ্ধের পর মদিনায় ফিরিয়া আসিতে মিথ্যাপবাদে কিছু দিনের জন্য সে পবিত্র রমণীকেও স্বামীর অপ্রিয়পাত্রি হইতে হইয়াছিল।

রমণীপ্রধানা বিবি খদিজা প্রভু মহম্মদের প্রথমা স্ত্রী। কএক স্বামীর পর চল্লিশ বৎসর বয়সে হজরত মহম্মদের কার্য্যে ও বিশ্বাস গুণে বয়সের

ন্যূনাধিক্য থাকা সত্বেও যুবা মহম্মদকে পতিত্বে বরণ করিয়া ছলেন। সে সময় প্রভুর বয়স ২৫ বৎসর। তখনও ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া আরব খণ্ডে পরিচিত হন নাই।

পথিকের পূজনীয়া দেবী আজীবন এক স্বামীপদ কায়মনে সেবা করিয়া, সেই স্বামীপদ-প্রান্তে মস্তক রাখিয়া জগৎ কান্দাইয়া জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। ইহাও পথিকের কম গৌরবের কথা নহে।

অন্যরূপ চিত্র দেখুন! আফ্রিকা খণ্ডে নীলনদ তীরে সুবিখ্যাত মিশর নগরের রাজমন্ত্রী আজিজ মেসেরের স্ত্রী, যাহার রূপ গুণের বর্ণনা পারসিক মহাকবি জামী মহোদয় সহস্র মুখে বর্ণনা করিয়াছেন। নাম "জলেখা" তিনিও ধর্ম্মের মাথায় কুঠার মারিয়া পবিত্র প্রণয়-বন্ধন ছিন্ন করিয়া, মহামতী ইউসুফের প্রেমে মজিয়া,—রূপে মোহিতা হইয়া, রমণীকুলে কলঙ্ক-রেখা পাতিয়া গিয়াছেন। ইউসুফের মন ভুলাইতে, কত যত্ন, কত চেষ্টা, শেষে "হফ্‌তম খানা" (সপ্ততল বাসর) নির্ম্মাণ করিয়া নিজ মূর্ত্তিসহ মানসাঙ্কিত নাগরের প্রেম ভাব পূর্ণ, কুরুচি সম্পন্ন, নানাবিধ চিত্র, বিখ্যাত চিত্রকর দ্বারা চিত্রিত করিয়া ইউসুফের মন ভুলাইতে, প্রিয়দর্শনের হস্ত ধরিয়া চিত্রগুলি দেখাইয়াছিলেন। মহাঋষির মন ভুলাইয়া কুপথে আনিতে কত প্রকার যত্ন করিয়াছিলেন। যাহার রক্ষক ঈশ্বর, তাহার মতি গতি ফিরাইতে সাধ্য কার? সে চিত্রে সে মন ভুলিল না। জলেখা মিথ্যা ভান করিয়া হৃদয়ের রত্ন—মহারত্ন ইউসুফকে অযথা অপরাধি করিয়া বন্দিখানায় পাঠাইতেও ক্রটী করেন নাই। সুতরাং পথিক তাহা হইতে চক্ষু ফিরাইল।

ভারত-রমণী "নুর জাহান" শেষে রাজরাণী! প্রথমে সের আফগানের মন-মোহিনী ছিলেন। আশ্চর্য্য পতি-ভক্তি! অনায়াসে স্বামীঘাতককে পতিত্বে বরণ করিলেন। রাজরাণী হইয়া আরও যশস্বিনী হইলেন। অকাতরে পতিঘাতকের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া প্রেম বিতরণ করিলেন। ইহাতেও কি বলিব নুরজাহান রমণীরত্ন? রাজ দৌরাত্ম্য ভয় অবশ্য ছিল, স্বীকার করি, কিন্তু স্বামী উদ্দেশে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কি সে সময় কোন উপায় ছিল না? যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি সৈনিক সিমন্তিনীর রূপ গুণের প্রসংশা সহস্র মুখে করুন কিন্তু উদাসীন পথিক যাহা ভাবিবার ভাবিয়া চক্ষু অন্যদিকে ফিরাইল।

তৃতীয় চিত্র—কবিবর বঙ্কীম যে চক্ষে আয়সার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যে "পজিসনে" তিলত্তমার "ফটো" তুলিয়াছেন। যে তুলীতে কুন্দ নন্দিনীর শরীর আঁকিয়াছেন। এবং গুণাকর কে রুচি ও প্রবৃত্তিতে কুস্বভাব সম্পন্না মালিনীর মুখে বিদ্যার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, পথিক সে চক্ষু, সে পজিসনে, সে তুলী, সে রুচি, সে প্রবৃত্তিতে দৌলতন্নেসার রূপ গুণ বর্ণনা করিতে অক্ষম। কাজেই শেষ কথা দৌলতন্নেসা পবিত্রা, মহাপবিত্রা, দয়াবতী, পুণ্যবতী, এবং আজীবন চিরসতী। সে পবিত্র পদই পথিকের মুক্তি পদ, পূজনীয় পদ। সর্গ হইতেও গরিয়সী। ইহা অপেক্ষা পথিক আর কি বর্ণনা করিবে। তুলনা করিয়াই বা আর কি দেখাইবে? কাজেই নিরব। কাজেই সেকালের কথা একালের কথা আপাততঃ এই খানেই শেষ। মনোযোগ করিয়া এখন মনের কথা শুহ্নন।

মীর সাহেব পৈতৃক বসত বাড়ী বিষয় সম্পত্তী হইতে জামাইয়ের চক্রে অদৃষ্টের লিখায় বঞ্চিত হইয়াছেন। পথের ভিখারী হইয়াছেন। এই সকল ভাবিয়া দৌলতন্নেসা তাঁহাকে বিশেষ যত্ন ও আদরের সহিত স্বযত্নে রাখিয়াছেন। পিতার সঞ্চিত সমুদয় অর্থ স্বামী-হস্তে অর্পণ করিয়া স্বামী-পদসেবায় সর্ব্বদা রত রহিয়াছেন। কোন কারণে তাঁহার মনে কোন রূপ কষ্টের কারণ না হয় তদ্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

দৌলতন্নেসার পীতা রঙ্গপুর জেলায় মীর মুনসীর কার্য্য করিতেন। কথায় কথায় টাকা আসিত। তাঁহার বংশের প্রদীপ, উজ্জ্বল রত্ন, মহামূল্য মণি যাহা বল, সকলই ঐ এক মাত্র কন্যা। সুতরাং কন্যার আদরে জামাই সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। বিবাহের তিন বৎসর পর মুন্সী জিনাতুল্যা পরলোক গমন করিলে সংসারের সমুদয় ভার মীর সাহেব-শীরেই পড়িল। ভাগী নাই, অংশী নাই, অন্য দাবী নাই, কোন বিষয়ে অভাব নাই। পাঠক! দয়াময় জগদীশ মীর সাহেবকে বাহ্যিক সুখে এক প্রকার সে সময় ভালই রাখিয়াছিলেন। সর্ব্বদা হাসী খুসী, রঙ্গ, তামাসাতেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। বদ্মীরদ্দীন আবার আসিয়া জুটিয়াছে। গান, বাজনা, রগড়, আমোদ, বেদম চলিতে লাগিল।

দৌলতন্নেসা নিজগৃহে শয়ন করিয়া আছেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত

হইয়া যাইতেছে। মীর সাহেব আমোদ আহ্লাদেই আছেন। দৌলতন্নেসার কর্ণে গানের স্বর আসিতেছে, বাজনার শব্দ যাইতেছে। বামা কণ্ঠের মধুর ধ্বনীও সময় সময় প্রবেশ করিতেছে। নপুরের ঝন ঝনীও কানে লাগিতেছে—বাজিতেছে। যত রাত্রিই হউক স্বামীর সহিত দেখা হইলে, সেই বিশুদ্ধ ভাব, সেই বিশুদ্ধ প্রেম ভাব, সেই হাসিমুখে সেই মধুমাখা হাসি কথা।

পাড়া প্রতিবাসীরা সময় সময় অনেকে অনেক কথা বলিত। তোমারই বাড়ী, তোমারই ঘর, তোমারই বিষয়, তোমারই সকল। তুমি এক ঘরের একটী মেয়ে, তোমার আদরের সীমা নাই। আর তোমার স্বামী সর্ব্বদা রঙ্গ রসে আমোদে মত্ত। আমোদ চুলোয় যাক্, মাঝে যে আবার কি ঘটনা। মীর সাহেবের এ নিতান্তই অন্যায়। তুমি কিছুই বলিতেছ না, কিন্তু ভাল হইতেছে না। শেষে বড় পস্তাইবে।

দৌলতন্নেসা হাসিয়া বলিতেন। বাড়ী, ঘর, টাকা কাহার? বলত বন্! আপন জীবনই যখন আপনার নয়, এজগতই যখন চিরস্থায়ী নয়, তখন গৌরব কিসের? তার পরে তাঁহার সকলি ছিল। আমার সম্পত্তির চতুর্গুণ সম্পত্তি তিনি কিনিতে পারিতেন এত টাকা তাঁহার ছিল। নাছিল কি? সন্তান সন্ততী পরিবার সকলই ছিল। সংসারে লোকের যাহা চাই, সকলি অতি পরিপাটীরূপে তাঁহার ছিল। সে সকল এখন নাই। আশ্চর্য্য কথা—তিনি সে সকল কথা লইয়া কোন দিন কোন কথা মুখে আনেন্ না। কিন্তু তাঁহার মনে যে কিছু না বলে এরূপ নহে। এখন ভাব দেখি বন্! তাঁহার মনে দুঃখ কত? ও গান বাজনা, নাচ ধরিতে নাই। ও বামাকণ্ঠে কোন কুভাবের কারণ নাই। আর কারণ থাকিলেই বা কি? আমি ইহাই চাই, আর ইহাই ঈশ্বর নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করি যে তিনি সুখে থাকুন। তাঁহার অসীম চিন্তা অন্তর হইতে দূর হউক, তাঁহার মনের দুঃখ ক্রমে উপসম হউক। তিনি যাহাতে সুখে থাকেন সেই আমার সুখ। প্রতিবাসীরা এই সকল কথা শুনিয়া অবাক হইয়া রহিত। কেহ বা রাগ করিয়া উঠিয়াই চলিয়া যাইত।

সপ্তবিংশ তরঙ্গ।

অপূর্ব্ব দৃশ্য।

জগৎ অসীম নহে।—সমুদ্রতলও অতলস্পর্শ নহে। জগতে যাহা আছে, তাহার সীমা পরিমাণ শেষ যাহাই কেন বলনা অবশ্যই আছে। সুখ, দুঃখ, বিরহ, যন্ত্রণা, উন্নতী, অবনতী, সকলই ঐ সীমা রেখারই মধ্যগত। জন্মই মৃত্যুর কারণ। সুস্থতাই পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ঐ দুইটী কথার মধ্যে, আদি, মধ্য, অন্ত সীমা সকলই রহিয়াছে। আবার দেখুন! উদয়ই অস্তের কারণ! রজনীই প্রভাতের আদি লক্ষণ! প্রভাত আছে বলিয়াই আবার সন্ধ্যা। সুতরাং উন্নতীর শেষ সীমাই অবনতীর সূত্র পাত। সীমা-রেখা স্পর্শ করিলেই পরিবর্ত্তন। কেনীর দৌরাত্ম্য-অগ্নি রহিয়া রহিয়া জলিয়া একেবারে সীমা-রেখা পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিয়াছে। কার সাধ্য রক্ষা করে? প্রকৃতি কাহারও নিজস্ব রূপে আয়ত্বাধীন নহে। সভাবের স্ব, ভাবের অভাব কখনই হইতে পারে না। জমিদার, তালুকদার মধ্য শ্রেণী, কৃষক শ্রেণী প্রভৃতি যাবতীয় শ্রেণীর লোকেরই অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রাণ যায়, আর সহ্য হয় না। কিকরে, কোথায় গেলে রক্ষা পায়! কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। কিন্তু মনের গতি অন্য প্রকার দাঁড়াইয়াছে।

অন্য দিকে হরিশের হৃদয়ভেদী বক্তৃতায়, এবং "পেট্‌রিয়টের" সেই জলন্ত ভাব পূর্ণ বাক্‌বিতণ্ডায় অনেক বঙ্গভূষণের হৃদয় দুঃখে গলিয়া গিয়াছে। নীলকরের বিরুদ্ধে একটু উত্তেজিত না হইয়াছে তাহাও নহে। দীনবন্ধু দীন বন্ধুর মহামূল্য দর্পণখানি অনেকের ঘরেই উঠিয়াছে। অনেকের হস্তে উঠিয়া যাহা দেখাইবার তাহাও দেখাইতেছে। ভারতবন্ধু লং দর্পণখানি বেলাতি সাজে সাজাইতে গিয়া কারাবাসী হইয়াছেন। জরিমানার হাজার টাকা দাতা কালী সিংহ আনন্দ সহকারে দান করিয়া তরজমাকারককে খালাস করিয়াছেন। মাননীয় হর্সেলি বাহাদুর ভারতীয় সিভিল সর্ভিস আকাশে পূর্ণ জ্যোতি সহকারে, পূর্ণ কলেবরে, পূর্ণ চন্দ্র রূপে দেখা দিয়াছেন।

প্রজার দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিতেছেন। প্রজার আর্ত্তনাদে বঙ্গেশ্বরের আসন পর্য্যন্ত টলিয়াছে। মহামতী লাট বাহাদুর প্রজার দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য নীলকরের দৌরাত্ম্য স্বয়ং তদন্ত জন্য "সোনা মুখী" আশ্রয়ে মফস্বলে বাহির হইয়াছেন।

বর্ষা কাল। কালী গঙ্গা জলে পরিপূর্ণ! "সোনা মুখী" নদীয়া অঞ্চল ঘুরিয়া, কুমার নদ হইয়া কালী গঙ্গায় পড়িয়াছে। কালী গঙ্গার আজ অপার আনন্দ। বঙ্গেশ্বরের বাষ্পীয় তরী বক্ষে করিয়া প্রজার দুরবস্থা, নীলকরের অত্যাচার দেখাইতে দেখাইতে ক্রমে শালঘর মধুয়ার কুঠী পর্য্যন্ত লইয়া আসিয়াছে। পাঠক! যখন সৌভাগ্য-গগনে সুবাতাস বহিতে থাকে, তখন তাহা নিবারণ করিতে কাহারও সাধ্য হয় না। আজ প্রজার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। সকলেই শুনিয়াছে যে এই জাহাজে লাট সাহেব আসিয়াছেন। আমাদের যথার্থ রাজা এই কলের নৌকায় আসিয়াছেন। প্রাণ ভরিয়া প্রাণের কথা—লাট সাহেবকে শুনাইব। মনের কথা মন ভরিয়া বলিব। আমাদের দুঃখের কাহিনী শুনিতেই বঙ্গাধীপ স্বয়ং মফস্বলে বাহির হইয়াছেন। প্রজার মনে এই বিশ্বাস। ঘটনাও তাহাই—ঘটিলেও তাহাই।

কালী গঙ্গার দুই ধারে সহস্রাধিক প্রজা ষ্টিমারের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া চলিল। শুধু দৌড়িল তাহা নহে—সহস্র মুখে বলিতে লাগিল—দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমরা মারা গেলেম! আমরা একেবারে সারা হইলাম। আপনী রাজা, আমরা প্রজা আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা ধনে প্রাণে সারা হইয়াছি। আমাদিগকে রক্ষা করিয়া যান। দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমরা ধনে প্রাণে একেবারে সারা হইয়াছি। আমাদের দুঃখের কথা শুনিয়া যান। যমের হাত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া যান! "শ্যাম চাঁদ" আঘাতে পৃষ্ঠে দাগ বসিয়াছে একবার পবিত্র চক্ষে সেই দাগগুলি দেখিয়া যান। আপনি দেশের রাজা, আমাদের পেটের দিকে মুখের দিকে একবার চাহিয়া যান। দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমাদের দুরবস্থার প্রতি একটু দৃষ্টি করিয়া যান।

সে কান্না কে শোনে? কাহার কর্ণেই বা যাইবে? ইঞ্জিনের স্বাভাবিক বিকট্ শব্দে প্রজার আর্ত্তনাদ লাট মহামতীর কর্ণে উঠিবে কেন? বোধ হয়

তাঁহারা ভাবিয়া ছিলেন, গ্রাম্য লোক ষ্টিমার কখনও দেখে নাই, তাহাই ছুট ছুটী করিয়া সোর গোল করিয়া আমোদের সহিতে দেখিতেছে। আহ্লাদে দৌড়িতেছে। ক্রমেই জন সংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রমেই কান্নার রোল দ্বিগুণ বৃদ্ধি। ষ্টিমার উজান মুখে যাইতেছে। স্রোত বেগ অতিক্রম করিয়া যাইতে সম্ভবতঃ একটু ধীরে চলিয়াছে। কালী গঙ্গাও বেশী প্রশস্ত নহে। এক পারের কথা অপর পারের লোকে বিনা মনযোগে বুঝিতে পারে। ষ্টিমারের সেই কর্ণ ভেদী ধব্‌ ধব্‌ ঘস্‌ ঘস্‌ শব্দ পরাজয় করিয়া সে হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদ গ্রাণ্ট মহামতীর কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি চৈতন্য হইলেন। যেমনই মন যোগ, অমনি হৃদয়ে আঘাৎ। উভয় কুলের বহু সংখ্যক প্রজার আর্ত্তনাদে আজ বঙ্গেশ্বরের মন গলিয়া গেল। মনে মনে মনস্থ করিলেন যে জেলায় যাইয়া ইহার ব্যবস্থা করিবেন। প্রজার দুরবস্থা নিবারণ জন্য বিশেষ যত্নবান হইবেন। মহামতীর মনের ভাব প্রজার জানিবার ক্ষমতা হইল না। আশ্বাস মূলক একটী কথা শুনিতেও তাহাদের ভাগ্য হইল না। তাহারা ভাবিয়াছিল যে আমাদের এই কান্নায় লাট সাহেব ষ্টিমার থামাইতে আদেশ করিবেন, আমরা মনের দ্বার খুলিয়া দেখাইব। দুরবস্থার কাহিনী আজ মনের সাধে শুনাইব। তাহা হইল না। ষ্টিমার থামিল না। কি ভীষণ দৃশ্য। "নীল করের দৌরাত্ম্য-আগুনে আর কত কাল জ্বলিব! রাজ গোচরে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিব সেও স্বীকার! তত্রাচ নীল আর বুনিব না।" এই কথা স্থির করিয়াই সহস্রাধিক প্রজা নদী কূল হইতে জলে ঝাঁপ দিয়া ডুবিতে ডুবিতে ষ্টিমার দিকে আসিতে লাগিল। প্রাণের মায়া নাই, জীবনের আশা নাই, কোন রূপ সুখের ইচ্ছাও আর নাই। কেনীর দৌরাত্ম্যে মরিতেই হইবে। আর কেন? রাজ সম্মুখেই ডুবিয়া মরিব। এই কথা মনে করিয়াই সহস্রাধিক প্রজা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, নদী স্রোতে অঙ্গ ভাসাইল। মহামতী লাট বাহাদুর মহা ব্যতিব্যস্ত হইলেন। ষ্টিমার থামাইতে আজ্ঞা করিলেন, এবং ষ্টিমারস্থ সমুদায় জালিবোট জলে নামাইয়া প্রজাদিগকে উঠাইতে আদেশ করিলেন। যাহারা সন্তরণ দিয়া ষ্টিমার ধরিল, ষ্টিমারের উপর উঠিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া দুরবস্থার বিষয় বলিতে লাগিল। ক্রমে সমুদয় প্রজা ষ্টিমারের চতুঃস্পার্শ্বে, কেহ জলে, কেহ জালীবোটে, কেহ ডাঙ্গায় থাকিয়া আপন আপন

দুঃখের কান্না কাঁদিতে লাগিল। প্রজার দুরবস্থার কথা শুনিয়া লাট বাহাদুর অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। ১০।১২ জন প্রজাকে ষ্টিমারে লইয়া অপর অপর সকলকে আশ্বাস বাক্যে বুঝাইয়া বলিলেন—তোমাদের যাহার যে নালিস থাকে, আগামী পরশ্ব শনিবার পাবনায় গিয়া আমাকে জানাইও। আমি তোমাদের বিচার অবশ্যই করিব। তোমরা কুঠীয়ালকে ভয় করিও না। এ দেশে তাহারাও যেমন প্রজা, তোমরাও সেই রূপ প্রজা। এই বলিয়া ষ্টিমার ছাড়িয়া দিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই সোনা-মুখী গৌরীর অগাধ জলে আসিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে গৌরী পার হইয়া পদ্মার স্রোতে ভাবিয়া পাবনা অভিমুখে চলিল।

অষ্টাবিংশ তরঙ্গ।

সূত্রপাত।

নীল বিদ্রোহীর সূত্রপাত। বাঙ্গালায় নীলকরের অধঃপতনের সূত্রপাত। প্রজার আনন্দের সীমা নাই। সকালে সকালে স্নান আহার করিয়া—ঘরে যাহা ছিল সিদ্ধ পোড়া ভাতে ভাত যাহা যুটিল আহার করিয়া গ্রামের মাথাল মাথাল প্রজা ছাতী লাঠি গামছা লইয়া লাটদরবারে যাত্রা করিল। নীল করের দৌরাত্ম আগুণে যাহারা পুড়িয়া ছার খারে যাইতেছিল, তাহারাই জিলায় চলিল।

এদিকে কেনী পথে পথে লাঠিয়াল সর্দ্দার, দেশওয়ালী, দোবে, চোবে, পাঁড়ে, সিং মতাইন করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার এলাকার যে প্রজা পাব-নায় যাইবে তাহার পীঠের চামড়া থাকিবারত কথাই নাই। তাহার পর অন্য ব্যবস্থা। ফিরে গিয়ে বাস্ত ভিটার মাটি আর চক্ষে দেখিতে হইবে না। স্ত্রী পরিবারের ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই হইবে।

একথা কুঠীয়াল পক্ষের মুখে জারী হইল। প্রজার কানে উঠিতেও বাকি রহিল না। কিন্তু কেহই গ্রাহ্য করিল না। বাতাসেই কথা আসিল বাতা-সেই উড়িয়া গেল। প্রজার মনে সেই উৎসাহ, সেই আনন্দ! কার কথা কে শোনে? কে আজ সে কথা গ্রাহ্য করে? আমীন, তাগাদগীর, পাইক,

বরকন্দাজের হুকুমের চোটেই আগুণ জ্বলিয়াছে,আজ খোদ কেনীর হুকুম শূন্যে শূন্যে উড়িয়া গেল। এক কানে প্রবেশ,—অন্য কানে বাহির। হুকুম অছুলের ভয়ে প্রজার হৃদয় থরহরি|কম্পে, আজ কাঁপিয়া উঠিল না। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সকলে এক জোট-বদ্ধ হইয়া জিলায় চলিল। কি আশ্চর্য্য! খোদ যমের হুকুম আজ শূন্যে শূন্যে উড়িয়া গেল।

হিন্দু মুসলমান একত্রে একযোগে পূর্ণ উৎসাহে বক্ষ বিস্তার করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিল। কাহারও কোন কথা কানে করিল না। কারও বাধা মানিল না। কাল বঙ্গেশ্বরের মুখে যে কথা শুনিয়াছে সেই কথাতেই প্রজার চিরপরিশুষ্ক হৃদয়ে কথঞ্চিৎ আশা-বারীর সঞ্চার হইয়াছে। তাহাতেই এত আনন্দ। কার সাধ্য বাধা দেয়? কার সাধ্য সে মাতওয়ারাদিগের গতি, ভয় দেখাইয়া বলপূর্ব্বক রোধ করে? কে তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিতে পারে? কার সাধ্য তাহাদের সম্মুখে ঐ কথা মুখে করিয়া দাঁড়ায়? পথ ঘাট ভরিয়া প্রজাগণ দলে দলে পাবনা অভিমুখে মনের আনন্দে চলিল। প্রজার বল, প্রজার সাহস, প্রজার ঐ সকল কথা কেনীর কর্ণে উঠিলে কেনী কি করিতেন, জানিনা। তাঁহার কর্ণে এই মাত্র উঠিল যে,—

"অমুক অমুক গ্রামের প্রজারা হুকুম মানিল না। নিশ্চয়ই তাহারা পাবনায় যাইবে।"

আর কি কথা আছে? যেই শুনা অমনি হুকুম। প্রধান প্রধান আমলাগণ হাতি ঘোড়ায় চড়িয়া, যমদূতের ন্যায় বাছা বাছা সর্দ্দার, লাঠিয়াল, হিন্দুস্থানী, দেশওয়ালী সেপাইগণ সঙ্গে করিয়া মনিবের নিকট বাহাদুরী লইতে, গ্রামে গ্রামে প্রজা-দমনে চক্ষু রাঙ্গা করিয়া চলিলেন। চলিলেন—না ছুটিলেন। যে দল যে গ্রামের প্রজার চক্ষে পড়িল, তাহাদের চক্ষের চাউনী দেখিয়াই তাঁহাদের শরীর গরম হইয়া গেল। চক্ষের কথাত আগেই বলা হইয়াছে। কারণ যাহা কখনও দেখেন নাই, কানে শোনেন নাই তাহাই দেখিলেন এবং শুনিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিতেই একজন সোর করিয়া বলিয়া উঠিল—"ঐ আসিয়াছে, ঐ আসিয়াছে, তোরা কে কোথায়?"—

হাতের মাথায় যে যাহা পাইল, সেই তাহা লইয়া ছুটিল। চক্ষের পলক ফিরাইতে না ফিরাইতে বহুলোক একত্রে দলবদ্ধ হইয়া হাত নাড়িয়া নাড়িয়া

বলিতে লাগিল—"ভাল মানুষ হও তবে চলে যাও, যদি প্রাণের ভয় থাকে তবে ফিরে যাও। আর এক পা এদিকে আসিলেই মাথা ভাঙ্গবো। কাল লাট সাহেবের মুখে শুনিয়াছি, কুঠেল সাহেবরা আমাদের রাজা নয়; হর্ত্তা কর্ত্তার মালিকও নয়। ওরে আমরা আগে বুঝিতে পারি নাই। আজ আমরা আমাদের রাজার দরবারে যাইব। এত দিন যাযা করেছ, তাই জানাব। একটি কথাও মিছে বলিব না। এখন বেশ বুঝেছি। আর হবে না।—এখন খুব বুঝেছি, আমরাও প্রজা তোমরাও প্রজা। আমরাও যা তোমরাও তাই। ভালাই চাস ফিরে যা—আর আগে বাড়িসনা। আমরা যথার্থ রাজার কাছে যাচ্ছি। তোদের ও ভেল রাজার কথা কে শোনে রে?"

কুঠীর চাকর! কম পাত্র নহে সহসা হটিবার লোক নহে—হটিল না। কিন্তু প্রজার কথায় পায়ের তালু হইতে মাথা পর্য্যন্ত জলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া গেল। ভাবিল না, চিন্তাও করিল না, চিন্তা করিবার সময়ও পাইল না। হটাৎ এরূপ কেন হইল? এরূপ পরিবর্ত্তন কেন ঘটিল? উপস্থিত ক্ষেত্রে ভাবাও কঠিন কথা! চিন্তা করাও শক্ত কথা। তাহাতে কুঠীর চাকর, পূর্ণ মাত্রায় সর্ব্বদাই রাগে চড়া। ঐ সকল মর্ম্মভেদী কথায় রেগে ভূত হইলেন। স্ব স্ব পদ মর্য্যাদা, কুঠীর ক্ষমতা, নিজ এলাকা। কাল যাকে চাবুক সই করেছি, সাহেবের শ্যাম চাঁদের ঘা আজ পর্য্যন্ত পিঠে বিরাজ কর্চ্ছে। উঠতে কানমলা, বস্‌তে কানমলা; লাথী, কীল, চড় চাপড়ের সীমা কে করে? মেয়ে মানুষ ধরে নীল কাটাইয়াছি। যে ব্যাটা হাত নেড়ে বেশি কথা বল্‌ছে, কালও এই কালি গঙ্গায় ঐ ব্যাটার ঘাড়ে গুণবাড়ী দিয়া নীলের নৌকায় গুণ টানাইয়াছি। আজ এত বড় কথা? কি কাণ্ড! এই সকল কথা মনে মনে তুলিয়া শেষ করিতে করিতেই উত্তেজিত ভাবে তেরী মেরী করিয়া মুখে স্পষ্ট কথা ফুটিল—

মার + + +দের! মার + + + দের! এক মুখ হইতে কথা ছুটিতেই অধীনস্থদিগের ৫০ মুখে ঐ কথা—

ঐ পীট্ পীট্ প্রায় ৫০০ শত মুখে আন্তরিক ক্রোধের সহিত ঐ কথা—বেশীর ভাগ প্রজার মনের অন্তঃস্থান হইতে বাহির হইল আর কি? কর খুন! মার + + + দের! ভাঙ্গ মাথা, মার লাঠী—

যাহা ঘটিবার ঘটিল—শেষে যাহা ঘটিল, সে কথা প্রকাশ করিতে যথার্থ, বলিতেছি পথিকের মনে বড়ই কষ্ট বোধ হইল। চক্ষে জল আসিল। পাঠক! যথার্থ বলিতেছি মনে সেই এক প্রকার ভাবের উদয় হইল। যে, হা! কাল কি? আজ কি? ভগবান! তোমার যে অপার মহিমা, তোমার যে অপার লীলা! তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত আজিকার এই ঘটনা। নীলকর এবং প্রজার ঘটনা। সাধারণ চক্ষে দেখিতে গেল কিছুই নহে। হয়ত কাহারও চক্ষে নাও পড়িতে পারে। কিন্তু স্থির ভাবে একবার ভাবিয়া দেখিলে আজিকার এই ঘটনায় ভগবানের একটি মহত মহিমার সপ্রমাণ হইল।

পাঠক! অনেকেই গান গায়, অনেকেই গানে গলিয়া যায়। কেনীর কার্য্যকারক, লাঠীয়ালদিগের অবস্থা দেখিয়া মাননীয় ভ্রাতার একটী গান পথিকের মনে পড়িল। গানটী শুনুন—উপস্থিত ঘটনার ভাব এই গানেই পাইবেন—বিস্তারিত বর্ণনায় আর শক্তি হইল না গানেই বুঝিবেন। শুনুন!

গান।

দেখ ভাই জলের বুদ্ বুদ্, কিবা অদ্ভুত, দুনিয়ার সব আজব খেলা।
আজি কেউ বাদ্সা হয়ে দোস্ত ল'য়ে, রং মহলে কর্‌ছে খেলা—
কাল আবার সব হারায়ে ফকির হয়ে সার করেছে গাছের তলা॥
আজি যে ধন গরিমায়, লোকের মাথায় মার্‌ছে জুতা এড়িতোলা—
কাল আবার কৃপনী পরে টুকনী করে, কান্ধে ঝোলে ভিক্ষার ঝোলা॥
আজি যেখানে সহর কতই নহর বসিয়াছে বাজার মেলা—
কাল আবার তথা নদী নিরবধী কর্‌ছেরে তরঙ্গ খেলা॥

পাঠক! কুঠীর লোক প্রজা-শাসনে দল বান্ধিয়া দলে দলে কুঠীর নিকট-বর্ত্তী যে যে গ্রামে বাহাদুরী লইতে আসিয়াছিল,—যে দল যে গ্রামে ঢুকিল, সেই গ্রামেই ঐ এক কথা। একরূপ অভ্যর্থনা। একরূপ ভাব। শেষ ফল সকল স্থানেই সমান। গ্রাম বিশেষে কিছু ইতর বিশেষ যে না ঘটিল তাহাও নহে। কোন দলই দল বাঁধিয়া আর কুঠী মুখ হইতে পারিল না। নানা পথে, নানা ভাবে, নানা আকারে, যে যে প্রকারে সুবিধা সুযোগ পাইল, প্রাণ লইয়া কুঠী মুখে ছুটিল। ছুটিল কি? পালাইল। কাহাকে বাধ্য হইয়া

ঘোড়াটী ছাড়িয়া যাইতে হইল। কেহ কেহ পরিধেয় বসন ফেলিয়া বাধ্য হইয়া দিগম্বর বেশে মাঠে মাঠে দৌড়িয়া পালাইল। ঢাল, তরবার, লাঠী ঠেঙ্গা কালি গঙ্গার স্রোতে যাহা ভাসিবার ভাসিয়া চলিল, যাহা ডুবিবার ঐ খানেই ডুবিয়া পড়িল। জলে ফেলিল কে? অমোঘ অস্ত্র সকল আজ জলে বিসর্জ্জন করিল কে? সকলি সেই দয়াময়ের মহিমা। কুঠীর লোক প্রাণ লইয়া পার। কেনীর অস্ত্র প্রজা হস্তে আজ প্রথম জলে ভাসিল, এই প্রথম জলে ডুবিল। যাহারা দরবারে যাইতে একটু বাধা পাইয়াছিল, তাহারা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মনের আনন্দে সম্পূর্ণ উৎসাহে জিলায় লাট দরবারে চলিল। পূর্ব্বে যাহাদের যাইবার কোন কথাই ছিল না, উপস্থিত ঘটনায় তাহারাও অনেকে তাহাদের সঙ্গি হইল। কি জানি আবার কোন দুষমন কোন পথে কি ঘটনা ঘটনায়। হিন্দু মুসলমান একত্রে আপন আপন ইষ্ট দেবতার নাম করিয়া সার বাঁধিয়া পথে বাহির হইল। কালি-গঙ্গায়, গৌরী গর্ব্ভে নৌকায় পদ্মার ঘাটে এবং চলতি রাস্তায়, পদব্রজে কত লোক যাইতে লাগিল, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। সকলের মুখেই আনন্দের আভা। সকলই যেন কি একটা মহৎ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবে আশয়েই মহা খুসী। সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত। সকলেই যেন জেল হইতে খালাস পাইয়াছে। অবিচারে অত্যাচারে এতদিন জেলখানায় পচিতেছিল। দৈববলে বালি-য়ান হইয়া জেল ভাঙ্গিয়া যেন কোন যথার্থ আশ্রয়দাতার পদাশ্রয় লইতে বেগে ছুটিয়াছে! পদ্মা-গৌরী সংযোগ স্থল বড়ই ভয়ানক। পদ্মা পাড়ী না দিলে জিলায় যাইবার উপায় নাই! নৌকাতে পদ্মা পার হইতে হয়। সুখ পথে বান্দা রাস্তা বহিয়া গেলেও কাঁচা দিয়াড়ের ঘাটে পাটনীর নৌকায় খেয়া পার হইতে হয়। পাঠক! চলুন আমরাও পদ্মাপারে যাই।

উনত্রিংশ তরঙ্গ।

দরবার।

আজ শনিবার। বঙ্গেশ্বর প্রকাশ্য দরবারে প্রজার দুরবস্থা শুনিবেন। প্রার্থনাপত্র গ্রহণ করিবেন। এই ঘোষণা। জিলাময় লোক। মাঠে,

ঘাটে, রাস্তায়, ইচ্ছামতী নদীর পূর্ব্ব পশ্চীম, উভয় তীরে, দালানে, কোঠায়, ঘরে, বোটে, বজরায়, নানাবিধ স্থানে লোক আর ধরে না। লাট দেখিতে, দরবার দেখিতে, মনের বেদনা জানাইতে নীলকরের দৌরাত্ম্য বিষয়, বঙ্গেশ্বরের গোচর করিতে হিন্দু, মুসলমান, কৃষক শ্রেণী, মধ্য শ্রেণী, তালুকদার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী নানা শ্রেণীর লোক উপস্থিত। নীলকর পক্ষীয় নীলকর সংশ্রবী, হিতৈষী, ভালবাসার লোকও যে ঐ সকল দলের মধ্যে কেহ কেহ না আছে এরূপও নহে। তাহারা নানা বেশে, নানা ভাবে দল মধ্যে গোপনে, প্রকাশ্যে বেড়াইতেছে—সন্ধান লইতেছে। উপস্থিত লোকসমুদ্র মধ্যে কুঠীয়াল পক্ষীয় লোক বিন্দু সদৃশ। হঠাৎ কাহারও নজরে পড়িতেছে, আবার কোথায় মিলাইয়া মিশাইয়া যাইতেছে, তাহার আর সন্ধানই পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু এত লোকের মধ্যে সে ছুষমন চেহারা যেন মার্কা মারা। মুখের দিকে নজর পড়িতেই যেন মুখভাবেই সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে যে, আমরাই কুঠীয়াল পক্ষীয়। আমরাই নীলকরের গুপ্তচর ও সন্ধানী। বড় বড় জমীদার বড় বড় বজরায়, বড় বড় নিশান উড়াইয়া, ঘাট অঘাট আলো করিয়া ইচ্ছামতীর বক্ষে ভাসিতেছেন। বায়ু প্রতিঘাতে জল নাচিতেছে। বোট বজরাও নাচিতেছে। অনেকেই নানা দোলায় দুলিতেছেন। কে কোন পক্ষে থাকিবেন; প্রজার হইয়া দুট কথা বলিবেন কি নীলকরের পক্ষ সমর্থন করিবেন। লাট সাহেব আজ আছেন কালই চলিয়া যাইবেন, শেষে—ধরিবে কে? কুঠীর নায়েব পেস্কার দেওয়ানজীবাবুকে কত ডালা, কত ফল ফুল, কত চব্য চষ্য লেহ্যপেয় দিয়া একটু অনুগ্রহ পাইয়াছেন। লোকে বলে ভালবাসা হইয়াছেন। তাহার পরেও কত রুধির কত তৈল উপহার দিয়াছেন। কত আলাপী লোকের নিকট হইতে গ্রিসীয়ান সিলিপর কেহ ঠন্‌ঠনের জোগাড় করিয়া আমলাদিগের সম্মুখে হাজির করিয়াছেন। তাহাতেই রক্ষা! তাহাতেই আজ বজরার মাস্তলে বড় বড় নিশান। কুঠীয়ালকে দিয়ে থুয়ে যা আছে তাহাতেই কষ্টে স্রষ্টে কোন গতিকে মান সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া এত দিন কাটাইয়াছেন। মনের কথা মনেই আছে! মুখে ফুটে প্রকাশ করা জমীদার শ্রেণীর বড়ই কষ্টের কারণ হইয়াছে। পরিণাম-ফল প্রতি তাঁহাদের অনেকের লক্ষ পড়িয়াছে। প্রজার দিকে থাকিলেই

বা কি হয়। নীলকরের পক্ষেত যে প্রকারেই হউক, প্রকাশ্যেই হউক, মান সম্ভ্রম বজায় রাখিতে গোপনেই হউক, এক ভাবে আছেনই। আর প্রজার পক্ষে যে না আছেন তাহাও নহে। গোপনে গোপনে তাহাদের সহিত বিশেষ যোগ রাখিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত, কোন পক্ষের নিকটই মনে মুখে, পরিচিত হন নাই যে তিনি কাহার? রামের, না রাবণের? নীলকরের না প্রজার? বড়ই কঠিন সময় উপস্থিত! আর পা দিয়া সাপ খেলান চলিল না। দুই মন যোগাইয়া নিরাপদে থাকা আর ভাগ্যে ঘটিল না। মহা সঙ্কট কাল উপস্থিত! এই শ্রেণী মধ্যে মীর সাহেবও আছেন, সাগোলামও আছেন। কিন্তু পৃথক পৃথক ভাবে সতন্ত্র নৌকায়। কে কোন পক্ষে আছেন তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। তবে এটা নিশ্চয় কথা, এক প্রকার জানা কথা। মীর সাহেব যে পক্ষ অবলম্বন করিবেন, সাগোলাম তাহার বিপরীত দিকে—বিপক্ষে নিশ্চয়ই থাকিবেন। মনে সুখ কাহারও নাই। অন্য অন্য জমীদারগণেরও ঐ কথা! মনে নানা কথা। স্বার্থ, লোভ, স্বদেশ, প্রজা, নীলকর, গুদাম, শ্যামচাঁদ, নীলহউজ, নীলের নৌকা, গুণ টানা ইত্যাদি। অন্য দিকে লাট দরবার! যা থাকে কপালে ইত্যাদি নানা কথায় নানা চিন্তায় সকলেই চিন্তিত। মনে সুখ কাহারও নাই। প্রজার মনেও সুখ নাই, নীলকরের মনেও সুখ নাই।

সোনা মুখী ইচ্ছামতী গর্ভে নানা সাজে সজ্জিত হইয়া উচ্চ মাস্তুলে ব্রিটীস নিশান সদর্পে উড়াইয়া * শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর জয়! ঘোষণা, ইচ্ছামতীর স্রোতের সহিত একত্র মিশিয়া করিতেছে।

বর্ষা কাল। সহরের প্রায় তিন দিকেই ইচ্ছামতী নদী পরীখা রূপে স্বাভাবিক বক্রগতিতে পদ্মায় মিশিয়াছে। পরিশর বেশী নহে। এপার ওপার, কথা যাওয়া আশা করিতে পারে। কাল গতিকে জল স্থল প্রায় সমান হইয়াছে। নদী কিনারের দালান, কোঠা বড় রাস্তা, বড় বড় গাছ, তাহার পরেই বোট, বজরা, ডিঙ্গিনৌকা, জল, মাস্তুলে নিশান। একটু দূরেই সোনামুখির সেই মহা মাস্তুলের মস্তকোপরী রাজ-নিশান অতি গম্ভীর ভাবে দুলিয়া দুলিয়া বঙ্গেশ্বরের শুভাগমন চিহ্ন বায়ুকে দেখাইয়া সর্ব্বত্র ঐ আগমন

* যে সময়ের কথা, সে সময় ভারতেশ্বরী উপাধী গ্রহণ করেন নাই।

সংবাদ প্রচার জন্য নম্রতার সহিত অনুরোধ করিতেছে। সোনামুখীর পশ্চিম দিয়া চলতি নৌকা, স্রোত সহায়ে মহাবেগে ছুটিয়াছে। ইচ্ছামতীর পশ্চীম তীরে লোকের অবধি নাই। কত আসিতেছে, কত সারী বান্দিয়া, দাঁড়াইয়া; জাহাজ, নৌকা, বজরা, বোট, নিশান দেখিতেছে। খেয়া নৌকা ডোব ডোব হইয়া মানুষ পার করিতেছে।

মপস্বলের দরবার! বিশেষ বর্ষাকাল। দরবারের সাজ সজ্জা, বাহার জাঁক জমক কিছুই নাই। বৃহৎ সামিয়ানার তলে শতাধিক আশন। তিনখানি বড় চৌকি একত্র করিয়া তাহার উপরে একখানা গালিচা পাতা। তাহার উপর দুইখানি গদীবসান ভাল চ্যায়ার। তদুপরি—জড়াও চাঁদওয়া। জিলার হাকিমান, থানাদার, জমাদার বরকন্দাজ, চৌকিদার সকলেই হাজির। দুই প্রহর হইয়া বেলা কিছু গড়িতেই জিলার মান্য গণ্য সম্ভ্রান্ত মহাশয়গণের দরবারে বার আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিক হইতে সাধারণ প্রজার হরিবোল এবং আল্লা ধ্বনীতে জলস্থল কাঁপিতে গাগিল। সময় বুঝিয়াই বঙ্গেশ্বর পারিষদগণ সহ দরবারে পদার্পণ করিলেন। সে সময় প্রজাগণ উৎসাহের সহিত দ্বিগুণ-রবে আনন্দধ্বনী করিয়া উঠিল। জলস্থল কাঁপাইয়া, বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া, সে অনন্ত জয়ধ্বনীর প্রতিধ্বনী অনন্ত আকাশে হইতে লাগিল। চারিদিক হইতে চুপ্ চুপ্ কথা উঠিয়া, অতি অল্প সময়, ঐরূপ গোলযোগেই কাটিয়া গেল। শেষে সকলেই নিরব। বঙ্গেশ্বরের পারিষদগণ মধ্য হইতে একজন বাঙ্গালা ভাষায় প্রজাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"বঙ্গাধীপের আজ্ঞাক্রমে আমি তোমাদিগকে বলিতেছি। তোমাদের প্রার্থনাপত্র দাখিল কর, আর মুখে যদি কিছু বলিবার থাকে তহা বল"—

মুখের কথা মুখ হইতে না ফুরাইতেই অতি কম হইলে দশ হাজার মুখে এক যোগে বলিয়া উঠিল—

"দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমরা মরিলাম। নীলের জুলুমে আমরা মারা গেলাম। আমাদের পেটে ভাত নাই। ধানের জমীতে জবরাণে নীল বুনিয়া লয়। আমরা কি খাইয়া বাঁচি।"

কথা শেষ হইতে না হইতে প্রার্থনাপত্র সকল হাতে হাতে বঙ্গেশ্বরের সুখে উপস্থিত হইতে লাগিল। এক পারিষদে দরখাস্ত লইয়া কুলাইতে